মর্ম্মকথা ও

মর্ম্মব্যথা

শ্রীকালাচাঁদ দালাল প্রণীত
প্রেমনিকেতন—শান্তিপুর

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক—শ্রীকমলাকান্ত দালাল
আশানন্দ পাড়া, শান্তিপুর (নদীয়া)

মুদ্রাকর—শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল, ম্যানেজার
কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিমিটেড,
৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা।

অর্ঘ্যদান

—ঃ০ঃ—

গ্রন্থিয়া মরম কথা—শ্রদ্ধা-প্রীতি ভরে
আশা ছিল শুভযোগে দিব তব করে।
কিন্তু হায় এই সাধে ঘটেছে বিষাদ!
অকালে গোলোকে গেছ হে **হরিপ্রসাদ**!
সাধু সুধী সুবিদ্বান তুমি ভাগ্যবান,
অক্ষম অজ্ঞান তরে করেছ প্রদান—
বিত্ত চিত্তপ্রেম জ্ঞানশিক্ষা-বিদ্যালয়;
পরহিত-ব্রতে রত উদার-হৃদয়।
মহাচরিত্রের তব করিতে সম্মান,
উদ্দেশে করিনু 'মর্ম্মকথা' অর্ঘ্যদান।

"নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা
কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা ॥"

"চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবন-যৌবনম্।
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।
যশঃ-কীর্ত্তি-পরিভ্রষ্টোজীবন্নপি ন জীবতি।"

নিবেদন

যে সকল লেখা ইতিপূর্ব্বে বিবিধ মাসিক কাগজে মুদ্রিত হইয়াছিল, সেগুলির কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন এবং এই সঙ্গে আর কয়েকটি নূতন বিষয়ের সংযোজন করিয়া পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করিলাম।

নিজের ভাবের ও ভাষার সহযোগে কয়েকটি প্রিয়জনের দিব্যস্মৃতি রক্ষা করা এবং আত্মকথা নিবেদন করা এই পুস্তিকার প্রকাশের অন্যতম অভিপ্রায়। ইহার অধ্যয়নে কাহারও অন্তরে তৃপ্তিবোধ হইলে আমার উদ্দেশ্য সার্থক হইবে।

পূজ্যপাদ পরম পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহোদয় করুণা করিয়া এই পুস্তিকার ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। তাঁহাকে অন্তরের প্রীতিভক্তি ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

প্রেমাস্পদ রায় সাহেব শ্রীমান্ দামোদর প্রামাণিক বি, এ, বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া এই পুস্তিকার প্রুফ দেখার সাহায্য করিয়াছেন এবং স্নেহাস্পদ ভ্রাতৃব্য শ্রীমান্ কমলাকান্ত দালাল যথেষ্ট যত্নের সহিত ইহার মুদ্রাঙ্কন সুসম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদিগকে স্নেহপ্রীতি ও কল্যাণ-কামনা জানাইতেছি।

প্রেমনিকেতন
শান্তিপুর (নদীয়া)
৩০শে চৈত্র, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ

শ্রীকালাচাঁদ দালাল

ভূমিকা

এই পুস্তিকাখানির রচয়িতা শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ বাবু আমার পরম বন্ধু। তাঁহার সহিত আমার দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর বিশ্বভারতীতে কাটিয়াছে। তাঁহার কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা, অমায়িক ভাব, নির্ম্মল চরিত্র, বিনীত ও উদার ব্যবহার, এবং শান্ত, শুদ্ধ ও সরল জীবন আমাকে আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং তাহাই আমাদের বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

ইনি বরাবরই যথাশক্তি সাহিত্যের আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। ইহার পূর্বে তিনি আমাদিগকে ব্র হ্ম প্র বা সী র প ত্র উপহার দিয়াছিলেন। আজ তিনি এই পুস্তিকাখানি প্রকাশ করিলেন। তিনি ইহাতে নানা সময়ে নানা প্রসঙ্গে স্বরচিত কতকগুলি কবিতার সংগ্রহ করিয়াছেন। এই কবিতাগুলিকে দুই ভাগে সাজাইয়া একটির নাম দেওয়া হইয়াছে ম র্ম্ম ক থা, ও অপরটির নাম করা হইয়াছে ম র্ম্ম ব্য থা। ম র্ম্ম ক থা য় অন্যান্য কথার মধ্যে তাঁহার হৃদয়ের কথা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার সুর চলিয়াছে "জ্ঞানদুর্ল্ভ প্রাণবল্লভকে" পাওয়ার দিকে। আর ম র্ম্ম ব্য থা হইতেছে প্রধানত কতকগুলি শোকগাথা। এই উভয় ভাগের মধ্য দিয়া তিনি নিজের জীবনের অনেক কথা কোথাও বা স্পষ্ট উক্তি দ্বারা, কোথাও বা ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থকারকে যাঁহারা জানেন তাঁহাদিগকে ইহা খুব ভাল লাগিবে। পাঠকেরা বইখানি পড়িয়া আনন্দ পাইবেন।

কলিকাতা,

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য।

২৫শে চৈত্র, ১৩৪৭ সাল।

সূচীপত্র

চিত্রাবলী

মর্ম্মোচ্ছ্বাস

আমার মনের গোপন কোণে বিরাজ করে যে উচ্ছ্বাস,
যাহার তরে এ সংসারে থেকেও আমার প্রাণ উদাস ;
হাতের লেখায় মুখের কথায় যাহা নাহি ব্যক্ত হয়,
আত্ম-পরে বুঝতে নারে যে-জন ভাবের ভাবুক নয়।
যে কারণে আমার প্রাণে উঠে কত দীর্ঘশ্বাস,
অপরে না বুঝে তাহা করে নিঠুর উপহাস!
কিসের লাগি এ বিরাগী পরাণ আমার হয় আকুল,
ভাবছি দিবা বিভাবরী বুঝতে ইহার তত্ত্ব মূল।
অশন বসন আত্মীয়জন পেয়েও আমার নাইক সুখ,
হৃদয়-সখার সাথে দেখা করতে আমার প্রাণোন্মুখ।
তাঁর অভাবে ব্যাকুলভাবে কাটছে আমার এ জনম,
তাঁকে পেলেই হয় যে আমার সকল দুখের উপশম ;
শূন্য হৃদয় হয় গো পূর্ণ—ঘুচে যত হা হুতাশ,
জ্ঞানদুর্লভ প্রাণবল্লভ পেলেই থামে মর্ম্মোচ্ছ্বাস।

[illegible] কথা শুনে আমার পরাণ দিশাহারা,
শুনাও হে দেব ! তোমার বাণী, দাও আমাকে সাড়া।
শিখাও তোমার নিগূঢ় ধর্ম্ম ওগো বিশ্বরাজ !
সেই আদর্শে যেন আমি করতে পারি কাজ।
বিশুদ্ধ জ্ঞান ভক্তি দাও, দাও বিশ্বাস বল,
যাতে তোমায় ধরে থাকি—অনন্য সম্বল !
কোন্ সুযোগে কাহার ভোগে তোমার কৃপা হয়,
স্থান কাল পাত্র তাহার নাহিক নির্ণয়।
থাক্‌তে হবে সারা-জীবন-ধরে সজাগ হয়ে,
কি জানি কোন্ ফাঁকে তোমার কৃপা যাবে বয়ে।
রাখ মোরে প্রাণের ঠাকুর মগ্ন তব ধ্যানে,
তোমার রূপই হেরি যেন সর্ব্বদা সজ্ঞানে।
শুনাও তোমার অমর বাণী কর্ণমূলে মোর,
জাগুক আমার অবশ পরাণ, কাটুক মোহের ঘোর ;
থামুক আমার নিজের কথা—তুচ্ছ তাহা গণি,
তোমার দৈববাণী শুনে করি প্রতিধ্বনি।

কর্ম্মযোগ

তোমার নামে ভবের কামে হউক আমার জীবনপাত,
হে জগদীশ ! কর আশিস্ আমার মাথায় দিয়ে হাত।
কর্ম্মময় এ কর্ম্মক্ষেত্রে যাবৎ আমি বেঁচে থাকি,
আমার যাহা কৃত্য করাও কিছুই যেন রয় না বাকি।
কর্ম্ম হেতু জন্ম ভবে পরিশ্রম নয় পাপের ফল,
মনের কাজে মনুষ্যত্ব দেহের কাজে বাড়ে বল।
কর্ম্ম ত নয় দুখের বোঝা, কর্ম্ম আনন্দ-নিলয়,
সে অতি অভাজন যে-জন শ্রম করিতে কাতর হয়।
নিষ্কর্ম্মা শনির বাহক, কর্ম্মী সাধক কমলার,
কাজের তরেই এ সংসারে কর্ম্মবীরের অবতার।
যশের মুকুট শিরে তাহার হৃদে অমূল্য সন্তোষ,
অকর্ম্মার মুখে সদাই আপশোষ আর ভাগ্যদোষ।
আলস্যে অকর্ম্মে যদি মানব-জীবন বয়ে যায়—
ব্যর্থ তবে জন্ম—সে ত স্রষ্টার নয় অভিপ্রায় !
অধম আমি অবোধ আমি নাই ত তেমন সাধন শিক্ষা,
একমাত্র সম্বল মোর পেয়েছি কর্ম্মেরই দীক্ষা।
বীরের সাজে বড় কাজে যোগ্যতা মোর নাই তা মানি,
ধরার মাঝ ছোট কাজ করার বহু আছে জানি।
উচ্চ আশার অপেক্ষাতে করব কেন কালক্ষয় ?
বিধাতা দেন তাকে তাহাই যাহার যেটা সাধ্য হয়।

হই না আমি ক্ষীণ বা একা,
থাকুক পথের বিভীষিকা,
তোমার পিছে চল্‌তে আমার
নাহিক সংশয়।
হলেও ও পথ কঠোর সাধার,
কর্‌ব না ভয় বিঘ্ন বাধার,
চল্‌ব সোজা তোমার পথে
যাবৎ জীবন রয়।
সাম্‌নে দেখাও জ্ঞানের আলো,
ঘুচুক মনের মোহ কালো,
হৃদাকাশে হউক দিব্য
জ্যোতির উদয়।
পার্থিব সুখ কর্ম্মযোগ,
অর্থ-চিন্তা বিষয়-ভোগ—
এ সব পথে চলে আমার
হল না উপায়।
এ পথ অতি অপদার্থ,
তাই পেতে চাই পরমার্থ,
চল্‌ব এখন তোমার চরণ-
চিহ্ন যেথা যায়;
তুমিই চিরসঙ্গী জীবন-
পথের সহায়।

ধাত্রী পান্না*

ভারতের রাজস্থানে সুপ্রসিদ্ধ চিতোর নগর,
তথায় রাজত্ব করি সগৌরবে রাণা ধুরন্ধর—
নৃপতি সংগ্রামসিংহ—অকালে গেলেন পরলোক,
রাখি একমাত্র পুত্র উদয় নিতান্ত নাবালক।
বংশের বিক্রমজিৎ বসিলেন রাজসিংহাসনে,
অশান্তি ঘটিল রাজ্যে—অতৃপ্ত হইল প্রজাগণে ;
ষড়যন্ত্র করি সবে বনবীরে করি মনঃপূত,
বসাইল সিংহাসনে করিয়া বিক্রমে রাজ্যচ্যুত।
উদয়, বিক্রমজিৎ রাণাবংশে এই দুইজন,
জীবিত থাকিতে রাজ্য নিরাপদ হবে না কখন।

* রাজস্থানের চিতোর নগরের রাণা সংগ্রামসিংহ, একমাত্র শিশুপুত্র উদয়সিংহকে রাখিয়া, অকালে পরলোকে গমন করিলে রাণাবংশীয় বিক্রমজিৎ সিংহাসন অধিকার করেন। ইহাতে প্রজাগণ অসন্তুষ্ট হয়। এই সুযোগে দাসী-পুত্র বনবীর ষড়যন্ত্র করিয়া দুর্গ অধিকার পূর্ব্বক সিংহাসন লাভ করেন। প্রজাদিগের সঙ্কল্প ছিল যে উদয়সিংহ সাবালক হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন। রাজ্যের কণ্টক-স্বরূপ বিক্রমজিৎ এবং উদয়সিংহ জীবিত থাকিতে সিংহাসন নিরাপদ নহে, এই সিদ্ধান্ত করিয়া বনবীর উভয়কেই গুপ্তহত্যা করিতে মনস্থ করেন। অতএব এক নিস্তব্ধ নিশীথ সময়ে বনবীর বিক্রমজিৎকে হত্যা করেন। উদয়সিংহের পালয়িত্রী ও রক্ষাকর্ত্রী ধাত্রী পান্না, এই দুঃসংবাদ গোপনে পাইয়া উদয়ের আসন্ন

এই ভাবি সঙ্গোপনে সঙ্কল্প করিল বনবীর,
বিনাশি উভয়ে রাজ্য নিষ্কণ্টক করিবই স্থির।
নীরব নিস্তব্ধ নিশা প্রকৃতি প্রশান্ত শান্তিময়,
রাজপুরী পৌরজন সুপ্ত সবে নিশ্চিন্ত নির্ভয়।
হেন কালে বনবীর দৃঢ় করে ধরি তীক্ষ্ণ অসি,
নিষ্ঠুর নিঃশঙ্ক চিতে বিক্রমের প্রকোষ্ঠে প্রবেশি
করিল খণ্ডিত তাঁর মুণ্ড দেহ হ'তে অনায়াসে ;
জাগিল নিদ্রিত হর্ম্ম্য মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা উচ্ছ্বাসে।
উদয়ের পালয়িত্রী ধাত্রী পান্না শুনি এ সংবাদ,
আসন্ন বিপদ কুমারের বুঝে গণিল প্রমাদ।
ক্ষিপ্রমতি দ্রুতগতি উদয়ে রাখিয়া পুষ্পাধারে,
চরদ্বারা পাঠাইল প্রাসাদ বাহিরে গুপ্তদ্বারে।
অতঃপর উদয়ের সুশোভন রাজশয্যা 'পরে,
রাখিলা স্বহস্তে নিজ শিশু পুত্র নির্ম্মম অন্তরে !

বিপদ বুঝিয়া, ফুলের ঝুড়িতে শিশু উদয়কে রাখিয়া চর দ্বারা গুপ্তদ্বার দিয়া প্রাসাদের বাহিরে পাঠইয়া দেন এবং নিজের শিশুপুত্রকে উদয়ের শয্যায় শোয়াইয়া রাখেন। অবিলম্বে রক্তাক্ত কৃপাণহস্তে বনবীর আসিয়া পান্নার নিকট উদয়ের সন্ধান করেন। তদ্দর্শনে পান্নার কণ্ঠরোধ হয়। তিনি কেবল অঙ্গুলি সঙ্কেতে উদয়সিংহের শয্যা দেখাইয়া দেন। তন্মুহূর্ত্তে বনবীর নির্ম্মম অন্তরে নিদ্রিত শিশুর বক্ষে তরবারি বিদ্ধ করেন। ধাত্রী পান্না এই পুত্রবধ দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিয়া উদয়ের রক্ষার্থে প্রস্থান করেন।

অবিলম্বে বনবীর যেন ভীম কালান্তক যম,
রক্তাক্ত কৃপাণ হস্তে দেখা দিল পাষণ্ড বিষম।
জিজ্ঞাসিল—'কোথায় উদয়? রাণাবংশ অবতংস'!
যথা কারাগারে দেবকীরে কহেছিল রাজা কংস।
মূর্ত্তি হেরি মাতৃমুখে ফুটিল না অসঙ্কোচ বাণী,
অঙ্গুলি নির্দ্দেশে শুধু দেখালেন শিশুশয্যাখানি;
নরাধম বনবীর শিশুবক্ষে হানিল কৃপাণ,
উদয়ের রক্ষাতরে ধাত্রী পান্না হ'ল অন্তর্দ্ধান।
পাষাণী নাগিনী পান্না বজ্রসম কঠোর হৃদয়!
তোমার কর্ত্তব্য-জ্ঞানে ত্রিভুবন মেনেছে বিস্ময়!
প্রভুভক্তি তরে দিব্য মাতৃস্নেহ দিলে বলিদান,
স্বার্থকে বিনাশ করি পরার্থের রাখিলে সম্মান!
সে ত নয় সুখময় রাজশয্যা! বধ্যমঞ্চ জানি—
শোয়ালে সেথায় নিজ নাড়ীছেঁড়া প্রাণের বাছানি!
জননী-মণ্ডলে তুমি নিন্দনীয় পিশাচী নিশ্চয়,
তথাপি তোমার যশগৌরব ঘোষিছে বিশ্বময়!
মান্য তুমি গণ্য তুমি পুণ্য ভূমির ধন্য বীরাঙ্গনা!
নত শিরে ভক্তি ভরে গাই তব মহিমা বন্দনা

সংসারী

তুচ্ছ তৃণখণ্ড হ'তে অন্ন বস্ত্র ধন রত্ন সব,
বাড়ীঘর চরাচর যত কিছু বিষয় বিভব,
সবেতেই অনুরক্তি যথাশক্তি সঞ্চয়-তৎপর,
প্রাণমন দিয়া বহু চেষ্টা শুধু হ'তে ধনেশ্বর।
দিবারাত্র খেটে ছুটে প্রাণান্ত করিতে উপার্জ্জন,
অসার অস্থায়ী তরে কর কত যত্ন আকিঞ্চন।
এ সংসারে আত্মপর কেবা কার! নিতান্ত নশ্বর—
দু দিনের তরে—সব ছেড়ে যেতে হবে লোকান্তর।
কেহই আপন নয়—কিছুই যাবে না পরলোকে,
এ জেনেও হে সংসারী! ক্ষান্ত নও ক্ষুব্ধ নও শোকে
অন্যের ভোগের লাগি—সংসারের হিতে হৃষ্টমন—
সঞ্চয় সদ্ব্যয় কর ওগো গৃহী! পরের কারণ।
ভোগের অন্তরে থাকি ত্যাগধর্ম্ম পালনে প্রত্যাশী,
হেন সংসারীকে নমি বিশ্বপ্রেমী প্রচ্ছন্ন সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসী

এ ধরার ধন-জন-ভোগ-সুখে নাহি কোন আশ,
শীত গ্রীষ্ম ভরা-বর্ষা বারমাস তরুতলে বাস।
টাকাকড়ি ঘরবাড়ী সংসারের ত্যজিয়াছ মায়া,
বেশভূষা কিছু নাই—বিভূতি-মণ্ডিত দেবকায়া।
অসার নশ্বর যত সব তুমি করেছ বর্জ্জন,
একান্ত আগ্রহ শুদ্ধ সারবস্তু করিতে অর্জ্জন।
সে-ধন চাহ না তুমি যাহা পড়ে রহিবে পশ্চাতে,
তুমি চাহ ধর্ম্ম-নিধি যাহা লোকান্তরে যাবে সাথে।
সংসারে সন্ন্যাসী তুমি নিঃস্ব হয়ে বিশ্বে অধীশ্বর!
তুচ্ছ ত্যজি উচ্চ লভি মহানন্দে থাক নিরন্তর।
নিঃসম্বলে পরলোকে চলে যায় ভোগী গৃহবাসী,
পরম সম্বল লয়ে তুমি যাও বৈরাগী সন্ন্যাসী!
ত্যাগের অধিক লাভ কর তুমি সাধনে জীবনে,
ধর্ম্মের জীবন্তমূর্ত্তি নমি সাধু সন্ন্যাসী-চরণে।

ছোট টুনটুনি পাখী

বিচিত্র বরণে সুচিত্রিত ছোট পাখী,
সূক্ষ্ম সোন্না সম চঞ্চু পান্না হেন আঁখি।
অপরূপ রূপকান্তি চিক্কণ শরীর,
সুচারু কোমল যেন গঠিত ননীর!
ইন্দ্রধনু হ'তে বুঝি কুচি খসে পড়ি'
জন্মিয়াছ অবনীতে পক্ষী-রূপ ধরি'।
মোর ক্ষুদ্র কুটীরের অঙ্গন-উদ্যানে,
প্রতিদিন আস তুমি খাদ্যের সন্ধানে।
অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তব অতি ক্ষিপ্র গতি,
তন্ন তন্ন করে খোঁজ পত্র পুষ্প প্রতি।
মধু কিংবা ক্ষুদ্র কীট পেলে অন্তরালে,
অবিলম্বে চঞ্চু দিয়া তুলে লও গালে।
ছোট বড় বহুবিধ জীবে ধরা ভরা,
সকলের খাদ্য জল দেয় বসুন্ধরা।
কেহ খায় রাশি রাশি কেহ এক রতি,
বেশি কম অনুপাতে নাহি লাভ ক্ষতি।
ছোট বড় যেই হোক্ কিন্তু শ্রম বিনা,
আলস্যে অক্লেশে কেহ খাদ্য পাইবে না।
বিধাতার সুবিচার ছোট বড় সবে,
প্রয়োজন অনুসারে খাটিবে এ ভবে।

সামান্যতে পূরে তব নগণ্য উদর,
তবু উড়ে ঘুরে ব্যস্ত দিবস চৌপর।
সতত সন্তুষ্ট তুমি নাহি জান দুখ,
সমর্থ সচেষ্ট চাহনাক পরমুখ।
ভবিষ্যৎ তরে নাহি সঞ্চয় সংশয়,
সম্ভোগ করহ যাহা উপস্থিত হয়।
ক্ষীণকণ্ঠে গাহি সারাদিন বিভুগান,
হৃষ্ট চিত্তে ভোগকর বিধাতার দান।
জন্মগত দ্বিজ তুমি স্বভাবত মুনি,
নয়ন-রঞ্জন ছোট পাখী টুনটুনি!

শান্তিপুর সম্বৰ্দ্ধনা*

এস সাহিত্যের দূত হে মাসিকপত্র শান্তিপুর !
স্থানীয় সাহিত্য-চৰ্চ্চা-অপযশ কর তুমি দূর।
একদিন এ গ্রামের বাক্য-ভাষা-রীতি-আচরণ,
সারা বাঙ্গালার লোক শ্রেষ্ঠজ্ঞানে করেছে গ্রহণ।
শান্তিপুর হেয় নহে, শ্রেয় ধাম নদীয়া-মণ্ডলে,
না-জেনে অজ্ঞান জনে এর বিপরীত কথা বলে।
জানাও তাদের তুমি গ্রামের প্রাচীন কীর্ত্তিগাথা,
গৌরব-ভারতী শুনে নত হোক্ নিন্দকের মাথা।

শান্তিপূর্ণ শান্তিপুর স্থানের মহিমা গুণ কত !
স্নেহ-পুণ্যময়ী মাতা গঙ্গা হেথা চির প্রবাহিত।
জ্ঞান-ভক্তি-প্রেম-মুক্তি সাধনের আদি লীলাস্থল,
অদ্বৈত গৌরাঙ্গ দিলা হরিনাম পরম-সম্বল।
শিল্পকৰ্ম্মে জ্ঞানধৰ্ম্মে ধনজনে পাণ্ডিত্য-প্রতাপে
ছিল যেই বরণীয় ! দীন আজি কোন্ অভিশাপে ?
কেটেছে কৰ্ম্মের ভোগ, দৈব শাপ হয়েছে মোচন,
তাই তব আবির্ভাব **শান্তিপুর** ! অতি প্রিয় ধন।

---

* "শান্তিপুর" নামক মাসিক পত্রের প্রকাশোদ্দেশে লিখিত এবং ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে উক্ত পত্রের প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত।

এস,—গ্রামবাসী-জনে দাও শক্তি উত্তম প্রবল,
শিখাও নূতন ক'রে পরস্পরে সাধিতে মঙ্গল।
এ যুগের মূলমন্ত্র—কর্ম্মযোগ ধর্ম্ম-সমবায়—
একতা-সাধন মহাযাগ কার্য্য-সিদ্ধির উপায়।
তুমি ত একের নহ—গ্রামবাসী শিক্ষিত সজ্জন
তোমাকে আপন জ্ঞানে সমাদরে করিছে বরণ।
স্বগ্রামের মুখ রাখ, পূরাও সবার ভাবী আশা,
নিঃস্বার্থ দেশের কাজে লাভ কর শ্রদ্ধা ভালবাসা।

ঘোষ এবে উচ্চ রবে এই যুগবার্ত্তা শাস্ত্রবাণী—
দশ যেথা শক্তি সেথা—এ প্রবাদ ধ্রুবসত্য মানি।
দশের মিলনে হয় মহাবল-বীর্য্যের উদয়,
দশের চেষ্টায় দেশে ফিরে আসে নব অভ্যুদয়।
বল তুমি সারতত্ত্ব নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিষয়,
তোমার প্রকাশে হোক্ এ গ্রামের সাহিত্য-বিজয়।
কহ শান্তিপুর-দূত! শান্তির সংবাদ সুমধুর,
মোহ ভ্রান্তি নাশি সবে দাও স্বস্তি সন্তোষ প্রচুর।

তন্তুবায় সমাচার*

ওগো স্বজাতির বন্ধু এস "তন্তুবায় সমাচার" !
জাতির হিতের লাগি অকালে তোমার অবতার।
এক থেকে দুই হ'লে—সমাজের ডান বাম হাত,
দুটিই মোদের অঙ্গ, কা'রো প্রতি নাহি পক্ষপাত।
জাতির সেবক দূত ! তুচ্ছ করি কুচ্ছ অপবাদ,
সরল অটল চিত্তে কহ সবে প্রকৃত সংবাদ।
ভেদি গুপ্ত স্বার্থ-ব্যূহ দীর্ণ করি জীর্ণ অহঙ্কার,
প্রকাশ প্রকৃত তত্ত্ব সূর্য্যসম নাশি অন্ধকার।
দেখাও দক্ষতা ওগো কর্ম্মশক্তি জাতি-ভক্তি-প্রীতি,
সাধহ উভয়ে মিলে সমাজের উন্নতি সংস্কৃতি।
ছাড়ি ভেদবুদ্ধি কর অকপটে স্বজাতির কাজ,
ব্যক্তিত্ব প্রাধান্য ল'য়ে বিপক্ষতা শুনে হয় লাজ !

---

* শান্তিপুরবাসী স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র লাহুরী মহাশয়ের প্রবর্ত্তনায় কলিকাতা নগরী হইতে ১৩৩১ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে "বঙ্গীয় বৈশ্য তন্তুবায় পত্রিকা" নামক মাসিক কাগজ প্রথম প্রকাশিত হয়। ষষ্ঠ সংখ্যার পরে ইহাই পরিবর্ত্তিত করিয়া "তন্তু ও তন্ত্রী" নামে প্রকাশিত হইতে থাকে। পরে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসে "তন্তুবায় সমাচার" নামে অন্য একখানি মাসিক পত্র প্রচারিত হয়। উভয় পত্রই মূলত একই বঙ্গীয় তন্তুবায় জাতির মুখপত্র। এই শেষোক্ত পত্রের প্রকাশ উপলক্ষে এই কবিতাটি লিখিত এবং ইহার চতুর্থ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

ভুলে যাও স্বার্থ দ্বেষ, ছাড় বৃথা মান অভিমান,
অমায়িকভাবে কর স্বজাতির কল্যাণ বিধান।
গুণে জ্ঞানে যশে মানে তোমরাই আদর্শের স্থল,
সমাজের শিক্ষাদাতা নেতা কর্ত্তা ভরসা সম্বল।
তোমাদের মুখচেয়ে বুকবেঁধে আছি মোরা সবে,
একদিন আমাদের জাতির মিলন-যজ্ঞ হবে।
সহসা বিভ্রাট একি অকস্মাৎ দক্ষযজ্ঞ প্রায়!
বিভীষিকা দেখি যেন মত্ত ভূত প্রেত নাচে গায়!
বিকট ব্যাভার শুনি বৈরীভাব পরস্পর প্রতি,
কিবা সত্য কি অসত্য বুঝিবারে নাহিক শকতি।
দূর কর সকলের ভ্রম ধন্ধ মনের বিকার,
সার্থক করহ জন্ম সাধি স্বজাতির উপকার!

মুদ্রাযন্ত্র*

মুদ্রাযন্ত্র ! অবনীর অপূর্ব্ব কৌশল !
তোমার প্রভাবে ভবে সংঘটিছে অশেষ মঙ্গল।
রূপের বাহার নাই, গুণের আধার,
অন্ধকূপে বসি নাশ জগতের অজ্ঞান আঁধার !
নিজ অঙ্গে মাখি তেলকালী
বিলাও মানবে জ্ঞানজ্যোতি বিদ্যা-প্রসূনের ডালি।
তব মসীমাখা বর্ণ কত যাদুমন্ত্র-শক্তি ধরে,
যার পরিচয়ে ঘুচে মূর্খতা অখ্যাতি অনক্ষরে !

* মুদ্রাযন্ত্রের বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা একদেশে এককালে এক ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন হয় নাই ; বহুদিনে বহু জনের একাগ্র চিন্তা ও একান্ত চেষ্টার দ্বারা ক্রমে ক্রমে এই সমুন্নতি সংসাধিত হইয়াছে। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার সম্বন্ধে অনেক প্রকার অদ্ভুত আখ্যান নানা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। সেই সকল আমোদজনক উপাখ্যানের পুনরুল্লেখ এক্ষণে এ স্থানে অনাবশ্যক।

অনুসন্ধানী পণ্ডিতগণের এইরূপ অভিমত যে অতি পুরাকালে চীন দেশে সর্ব্বপ্রথমে কাঠের পৃথক অক্ষরে মুদ্রণ-কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছিল। চীনবাসীরা আদিকাল থেকে কাঠের উপরি খোদাই কার্য্যে বিলক্ষণ নিপুণ বলিয়া, অভ্যাস গুণেই তৎকালে তাঁহারা অনায়াসে কাঠের অক্ষর খোদাই করিয়াছিলেন। খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৭০ অব্দে

ব্রহ্মাণ্ডের যত কিছু মানবের কৃত অনুষ্ঠান,
তা'র মধ্যে শ্রেষ্ঠ তুমি হিতৈষী প্রধান।
তোমার প্রসাদে যত সাধু সুধী জ্ঞানী গ্রন্থকার,
পাঁজি পুঁথি গ্রন্থ পত্র করিয়া প্রচার,
সাধিছেন জগতের কত উপকার,
অন্ত নাহি তা'র !
এ-দেশে সে-দেশে লোক আছে যথাতথা,
প'ড়ে শুনে জানে সবে বিশ্বের বারতা।

চীনদেশে কাগজের আবিষ্কার হয়, এই কথার প্রসিদ্ধি আছে। অব্দের প্রারম্ভ সময়ে চীনবাসীরা উদ্ভিজ্জ শাঁসের সংমিশ্রণে সর্ব্বাগ্রে কাগজ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কোনও দ্বিধা নাই। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুদ্রিত পুস্তক এবং কাঠের সুন্দর অক্ষর এখনও চীনদেশে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে, এরূপ বৃত্তান্ত শুনা যায়। কার্য্যের সহিত কর্ত্তার নাম ধাম রক্ষার পদ্ধতি তৎকালে প্রচলিত না থাকায়, ইহার উদ্ভাবকের নাম জানা যায় না।

চীনদেশে মুদ্রাঙ্কন-প্রথা বহু পূর্ব্বে উদ্ভাবিত হইলেও কয়েক শতাব্দীর মধ্যে তথায় ইহার বিশেষ কোনও উন্নতি হয় নাই। ইয়ুরোপের জ্ঞানোদ্যম প্রভাবেই এ বিষয়ের সত্বরেই যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। ১৪৩৮ খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ড দেশে লরেন্স কষ্টার প্রথমে কাঠের পৃথক অক্ষরে মুদ্রণ-কার্য্যের প্রকাশ করেন। ইহার পর তিনি সীসার অক্ষর এবং ছাপার কালীও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ১৪৪৪ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণীর জন্‌গটেনবর্গ, কষ্টারের সহিত পরিচিত হইয়া, মুদ্রণ-কৌশল জ্ঞাত হন

এখনি এখানে যাহা ঘটে,
মুদ্রিত হইয়া তাহা অবিলম্বে দূরদেশে রটে।
মরিয়া অমর নর রয় মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় !
গ্রন্থপত্রে ঋষিদের অতীতের বাণী শুনা যায়।
বহু যুগযুগান্তের বেদ পুরাণের পুণ্য গাথা—
গুপ্ত ছিল লুপ্তপ্রায় হস্তলেখা পুঁথি আর খাতা।
জেন্দাভেস্তা, ত্রিপিটক, বাইবেল, কোরাণ-শরিফ,
গ্রন্থাকারে ঘরে ঘরে বিদ্যমান, করহ তারিফ ;
এবে শাস্ত্ররাজি চারু বর্ণে চিত্রে পাই দরশন,
দূর ভবিষ্যতে র'বে বর্ত্তমান, মুদ্রণ কারণ।

এবং ইহার অনেক উন্নতি সাধন ও অনেক পুস্তক মুদ্রিত করেন। উইলিয়ম ক্যাক্‌ষ্টন্ ফ্ল্যাণ্ডার্স হইতে মুদ্রণ-প্রণালী শিখিয়া আসিয়া ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত করেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে মহামতি ষ্ট্যান্‌হোপ লৌহের মুদ্রাযন্ত্র প্রচলিত করায় ইহাই সাধারণের কার্য্যোপযোগী ও সহজসাধ্য হয়। অতঃপর বাষ্পচালিত, বিদ্যুৎচালিত মুদ্রাযন্ত্র এবং ষ্টিরিও-টাইপ, ইলেক্‌ট্রো-টাইপ, লিনো-টাইপ, মনো-টাইপ উদ্ভাবিত হইয়াছে। পুস্তকাদি মুদ্রণ-সময়ে কালী-মাখান, কাগজ-লাগান, কাগজ-গুছান প্রভৃতি কাজও এখন লোকের পরিবর্ত্তে কলের দ্বারাই নিষ্পাদন হইতেছে। এখন এরূপ দ্রুতগতিতে মুদ্রাঙ্কণ হইতে পারে যে প্রতি মিনিটে ২৫০ কাগজ উত্তমরূপে ছাপা যায়। বর্ত্তমানে মুদ্রাযন্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে ; কিন্তু চাপ দ্বারা ছাপ তোলা এই চিরন্তন

নব্যযুগ-সভ্যতার উন্নতি শিক্ষার—
একমাত্র তুমি মূলাধার !
বিদ্যালয় গ্রন্থালয় কার্য্যালয় বিচার-ভবন,
সর্ব্বত্রই মুদ্রণের হয় সবিশেষ প্রয়োজন ;
জলযান স্থলযান ব্যোমযান তরিৎ-আলোক,
জ্ঞান-বিজ্ঞানের তুমি মধ্যবর্ত্তী গুরু প্রচারক !
বুদ্ধিবলে সুকৌশলে যাঁর কীর্ত্তি তোমার নির্ম্মাণ,
ভক্তিভরে করি তাঁরে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা দান।

পদ্ধতির পরিবর্ত্তন হয় নাই। চাপ দিয়া দাগ বা ছাপ তোলা হয় বলিয়াই ইহার নাম ছাপার কল (Printing Press) বা মুদ্রাযন্ত্র।

বাঙ্গালা দেশের হুগলীতে অনুমান ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে হাল্‌হেড সাহেব প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত করেন। অতঃপর খৃষ্টান পাদরী রেভারেণ্ড কেরী, ওয়ার্ড ও মার্শম্যান শ্রীরামপুরে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত ও বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করান। এক্ষণে অনেক দেশের নগরে উপনগরে মুদ্রাযন্ত্রের বহুল প্রচলন হইয়াছে। বর্ত্তমানে ছাপাখানার পরিচালন করা একটি ব্যবসায় ও জীবনোপায় হইয়াছে। আদি কালে ছাপাখানার সহায়তায় জ্ঞানধর্ম্ম বিস্তার করাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যাহা হোক, মুদ্রাযন্ত্রের উদ্ভাবনে জগতের যে উপকার হইয়াছে তাহা মুখে বলিবার নহে—অন্তরের অভ্যন্তরে অনুভবের বিষয়।

পল্লীবীর আশানন্দ*

শান্তিপুরের শক্ত শূর ব্যক্ত আশানন্দ ঢেঁকি !
তুমি আসল বলবন্ত, তুমি ত নও নকল মেকি ।
বরেণ্য ব্রাহ্মণ বর্ণে মুখবংশে জন্ম লয়ে,
দুর্ব্বল দুর্নাম দূর করলে তুমি বলী হয়ে ।
তুমি জোয়ান মর্দ্দ-মানুষ মহদাশয় বীর্য্যবান,
দীর্ঘ বাহু.প্র'স্ত বুক শরীর তোমার পরিমাণ ।
তুমি ত নও হীনশক্তি রুগ্ন ভীরু কাপুরুষ,
বাহুর বলে বিপদকালে দেখায়েছ সুপৌরুষ ।
অভিসন্ধি ফিকির ফন্দি করে তুমি লভনি জয়,
লুকিয়ে থেকে তীর ধনুকে করনি ত শত্রুক্ষয় ।
অসি কিরীচ গুলি গোলা হয়নি তোমার প্রয়োজন,
লাঠি ঢেঁকির প্রহরণে করলে দস্যু সুশাসন ।
গায়ের জোরে দম্ভভরে ন্যায় ধর্ম্ম তুচ্ছ করি,
যা'রা নিজের স্বার্থ চায়—অন্যের সম্পত্তি হরি,

* বঙ্গীয় দ্বাদশ-শতাব্দীর প্রথম ভাগে সুপ্রসিদ্ধ শান্তিপুর গ্রামে মুখোপাধ্যায় ঔপাধিক কুলীন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুলে আশানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় মাতৃভক্ত এবং বিশিষ্ট বলিষ্ঠ ছিলেন। আশানন্দ গ্রাম্য লাঠিখেলায় অনেক লাঠিয়ালকে আহত ও রক্তাক্ত করিতেন বলিয়া তাঁহার করুণাময়ী জননী তাঁহাকে লাঠি ধরিতে নিষেধ করেন। আশানন্দ একদা কোপান্ধ হইয়া সহসা ঢেঁকি লইয়াই দুষ্ট দমন করিতে

তা'রা নহে যথার্থ বীর—তা'রা অতি নীচাশয়,
গৌরব সম্মান যশ এ সব তাদের প্রাপ্য নয়।
অভুক্তকে অন্নদান, অক্ষমকে রক্ষা করা,
এই ত বলীর ধর্ম্ম কর্ম্ম, এতেই বশীভূত ধরা।
হেন বীরের পূজার্চ্চনা সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থানে,
বীরের মহিমাগুণ ত্রিভুবনে সবাই মানে।
দুষ্ট-দমন শিষ্ট-পালন ছিল তোমার জীবন-ব্রত,
দীন দুর্ব্বল রক্ষা তরে সদাই তোমার চিত্ত রত।
দেহে তোমার দৈবশক্তি, মাতৃভক্তি হৃদি মাঝে,
বাহুতে বীরের বল, অবিচল সাধু কাজে।
বিপন্নকে উদ্ধারিয়া লভি বৃত্তি পুরস্কার,
করনি উদর-সেবা সুখভোগ আপনার;

প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতেই ইনি "ঢেঁকি" আখ্যা লাভ করেন এবং গ্রাম-গ্রামান্তরে "আশানন্দ ঢেঁকি" বলিয়াই পরিচিত হন।

দস্যু-দমন করাই আশানন্দের জীবনের বড় কাজ। এই বীরত্বের কার্য্য করিয়া তিনি নানা স্থানের বহু ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট হইতে যে বৃত্তি বা পুরস্কার স্বরূপ নিয়মিত অর্থ-সাহায্য পাইতেন, তাহার দ্বারা তাঁহার স্থাপিত "শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ" যুগল বিগ্রহের সেবা-পূজাপার্ব্বণাদি সুসম্পন্ন করিতেন। আশানন্দ দীনদয়াল, পরোপকারী, বিপন্নের রক্ষা-কর্ত্তা ও ভক্তিমান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ বীরত্ব ও মহত্ত্বের বিবরণ নানাভাবে প্রচারিত আছে।

সেবিয়াছ "রাধাবল্লভ শ্রীবিগ্রহ" চমৎকার !
অভুক্ত অতিথি জনে করিয়াছ সৎকার।
ধন্য তুমি ভক্তবীর গণ্য তুমি গ্রামে গ্রামে,
বাস্তুধামে স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত তোমার নামে।
প্রকৃত পুরুষ তুমি ন্যায়নিষ্ঠ বঙ্গবীর !
তোমার পৌরুষগুণে ভক্তিভরে নোয়াই শির।

পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব*

নমো দেব রামকৃষ্ণ নমঃ তব পায়।
তুমি দ্বিজ অবতংস, সাধক পরমহংস,
ষড়রিপু কৈলে ধ্বংস দৈবী সাধনায়।
পাষাণ কালিকা পূজি, চিন্ময়ীকে পেলে খুঁজি,
প্রতিমায় বিশ্বমায় করিলে দর্শন।
কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ, ভোগসুখে বীতরাগ,
নৈষ্ঠিক বৈরাগী যোগী সন্ন্যাসী রতন।

* ১৩৪২ সালের ফাল্গুন মাসে সহৃদার শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একান্ত উদ্যোগে শান্তিপুরের পাগলাগোস্বামী প্রভুদের শ্রীনাটমন্দিরে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের বাৎসরিক স্মৃতিসভায় পঠিত।
শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জন্মলাভ হয় ১৭৫৬ শকের ১০ই

গিরিগুহা বনভূমি, আশ্রয় করনি তুমি,
তুমি নহ নগ্ন সাধু জটা-মালাধারী।
কৃচ্ছ্রব্রতী উপবাসী, হও নাই কাশীবাসী,
কিংবা পূততীর্থচারী ফলমূলাহারী।
দণ্ড কমণ্ডলু নাই, শ্রীঅঙ্গে মাখনি ছাই,
সাজ নাই ধৰ্ম্মাচাৰ্য্য ভিষক দৈবজ্ঞ ;
মন্ত্রৌষধি বিতরিয়া, তোষনি শিষ্যের হিয়া,
রোগজ্বালা শান্তিতরে কর নাই যজ্ঞ।

ফাল্গুন, হুগলী জেলার জাহানাবাদের অন্তর্গত শ্রীপুর কামারপুকুর গ্রামে। তাঁহার দেহত্যাগ ১৮০৮ শকের ৩১শে শ্রাবণ, কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ কাশীপুরে গোপাল বাবুর বাগান বাড়ীতে। কণ্ঠনালীর ক্ষতরোগে বৎসরাধিক ক্লেশভোগ করিয়া তাঁহার প্রাণত্যাগ ঘটে। পরমহংসদেবের পিতাঠাকুর স্বর্গীয় ক্ষুদিরাম ভট্টাচাৰ্য্য মহাশয় একজন সাধক যাজক ব্রাহ্মণ ছিলেন। দশ বৎসর বয়সেই পরমহংসের হৃদয়ে অসাধারণ ধৰ্ম্মানুরাগের সূচনা হইয়াছিল। পিতা পরিবার জন্য কাপড় দিলে তিনি তাহা ছিঁড়িয়া কৌপিন করিয়া পরিতেন। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে যাজকতা করিতে অনাস্থা থাকায় তিনি লেখাপড়া শিক্ষায় আগ্রহ করেন নাই। তাঁহার প্রখর বুদ্ধি ও প্রবল স্মৃতিশক্তি ছিল। কোনও বিষয় একবার শুনিলে তাহা আর ভুলিতেন না। শাস্ত্রবেত্তা কথক ও পাঠকদিগের নিকট শ্রবণ করিয়া তিনি পুরাণাদি শাস্ত্রের অনেক বিষয় জানিয়াছিলেন এবং জটিল অংশগুলি অপরকে সহজ ভাষায় উত্তম করিয়া বুঝাইতে পারিতেন।

রামকৃষ্ণ দেবের ২৪ বৎসর বয়সে একটি ৫ বছরের বালিকার

সন্ত অবতার সাজি, দেখাইয়া ভেল্কি বাজি,
লভ নাই লোভনীয় ধনমান যশ।
অলৌকিক যত সব, সাধনায় সুসম্ভব,
মানুষের ত্যাগধর্ম্মে বিশ্ব হয় বশ।
প্রকৃত মানুষ হয়ে, পবিত্র চরিত্র লয়ে,
ঘরে বসে অনায়াসে দেবীর পূজায়—
বুঝালে সাধন তত্ত্ব, ধর্ম্মের নিগূঢ় সত্ত্ব,
স্বরূপের মাঝে অপরূপ দেবতায়।

সহিত ১২৬৬ সালে তাঁহার বিবাহ হয়। এই সময়ে পরমহংসদেব কলিকাতায় গিয়া তাঁহার দাদার নিকট থাকিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুপণ্ডিত ছিলেন; তিনি কলিকাতায় থাকিয়া শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেন। দক্ষিণেশ্বরে মহাসমারোহে কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সময়ে তাঁহার নিমন্ত্রণ হয়। তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। রাণী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ বাবু রামকৃষ্ণের ধর্ম্মানুরাগ ও অনাসক্তির লক্ষণ দেখিয়া বড় মুগ্ধ হন এবং কিছুকাল পরে তাঁহাকে কালীদেবীর পূজা ও পরিচর্য্যার কর্ম্মভার অর্পণ করেন। এই কর্ম্মে ব্রতী হওয়ার পর হইতেই রামকৃষ্ণ রিপু-দমন ও যোগসাধন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি কোন শাস্ত্রাদি-নির্দ্দিষ্ট প্রথানুসারে সাধন ভজন অভ্যাস করেন নাই। নিজের চিত্তের একান্ত ব্যগ্রতাবশতঃ যখন যাহা প্রাণে জাগিত সেই ভাবে চালিত হইয়া তিনি বৈরাগ্য রিপুদমন অন্তরশুদ্ধি যোগসাধন ও ঈশ্বরদর্শনের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতেন।

কামিনী কাঞ্চন ঈশ্বরলাভের ঘোর অন্তরায় জানিয়া তিনি

শৈব শাক্ত বিষ্ণুভক্ত, দেব দেবী অনুরক্ত,
রয়েছেন কত শত ধার্ম্মিক সংসারে ;
ক'জন তোমার মত, আত্মনিষ্ঠ ধর্ম্মরত,
শুনেছেন দৈববাণী হৃদয় মাঝারে ?
উচ্চশিক্ষা অধ্যয়ন, হয় নাই প্রয়োজন,
চারিত্র প্রভাবে ধর্ম্ম করেছ সঞ্চয়।
স্বার্থত্যাগ রিপুজয়, এ ছাড়া কি ধর্ম্ম হয় !
হিংসা-লোভ-গর্ব্ব-ভোগে দাওনি প্রশ্রয়।

সর্ব্বতোভাবে উহাদের বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি জীবনে কখনও পত্নীর সংস্রব করেন নাই। জিতকাম যোগীবর অবস্থায় তিনি জীবন-যাপন করিয়া গিয়াছেন। অন্নবস্ত্র টাকা সোনা দান করিয়া কেহ তাঁহার ভোগসুখের সুব্যবস্থা করিয়া দিতে ইচ্ছা করিলেও তিনি তাহা বিরক্তির সহিত প্রত্যাখ্যান করিতেন। দশ বৎসর কঠোর সাধনের ফলে তাঁহার জীবনে প্রমত্ত ভক্তের এবং বিরক্ত সাধুর সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি ভগবদ্‌গুণগান শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে কখনও হাসিতেন, কখনও কাঁদিতেন, কখনও নাচিতেন, কখনও সমাধিস্থ হইতেন। সমাধির অবস্থায় অচৈতন্য হইয়া তিনি ভূতলে পড়িতেন না অথবা অঙ্গাস্ফালন করিয়া কোনও উৎপাত করিতেন না। সমাধির সময় কেহ তাঁহার নিকট উচ্চস্বরে ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিলে তিনি অবিলম্বে বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া বহু গূঢ় তত্ত্বকথা বলিতেন। এরূপ গভীর তত্ত্বকথা অনেক সুসভ্য শিক্ষিত পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক ব্যক্তির মুখেও বাহির হয় না।

এই সময়ে ১৮৭৫ সালের মার্চ্চ মাসে একদিন পরমহংসদেব তাঁহার

প্রবৃত্তি দমন করি, সহজ জীবন ধরি,
দেখালে স্বর্গের দৃশ্য এ মর্ত্ত্য ধরায়।
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশে, জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে,
বিবেকী বিবেকানন্দ জ্বলন্ত ভাষায়—
তোমার মর্ম্মের বাণী, করিলেন প্রতিধ্বনি,
স্তম্ভিত হইল শুনি খৃষ্ট-সম্প্রদায়!

ভাগিনেয় হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া বেলঘরিয়ায় তপোবনে যাইয়া ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তৎকালে ব্রহ্মানন্দ বেল-ঘরিয়ার বাগানে থাকিয়া ভজন সাধন ও নিদিধ্যাসন করিতেন এই সংবাদ জানিয়া তিনি তথায় যাইয়াছিলেন। কি শুভলগ্নে শুভযোগে তাঁহাদের পরস্পরের দর্শন হইল। উভয়ে বহুক্ষণ ঈশ্বর-প্রসঙ্গ করিলেন এবং এই প্রসঙ্গেই উভয়ের অন্তরের সমন্বয় ঘটিল। অতঃপর কেশবচন্দ্র অনেকবার তাঁহার স্বগণ সহ দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকট গিয়াছেন এবং পরমহংসদেবও কেশবচন্দ্রের নিকট কলিকাতার বাড়ীতে গিয়াছেন। ইঁহাদের উভয়ের সম্মিলনে উভয়ের জীবনে ভাবের আদান-প্রদান এবং পরম পরমার্থ লাভ হয়।

পরমহংসদেব অশিক্ষিত পল্লীবাসী ছিলেন; কিন্তু তাঁহার সাধু জীবনের জলন্ত প্রভাবে অনেক নগরবাসী নব্যভাবের উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও তাঁহার সামীপ্য ও শিষ্যত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। তিনি নিঃসন্তান ও নিঃসম্বল হইয়াও পরিণামে রোগগ্রস্ত হইলে সেবা যত্ন শুশ্রূষা ও পথ্যাদির কোনও অভাব ভোগ করেন নাই।

পাইয়া ধর্ম্মের শিক্ষা, কত শিষ্য লৈল দীক্ষা,
আইল বেলুর মঠে শান্তির আশায়।
অপার মহিমা তব, অধম আমি কি কব,
বহু জন গেল তরে' তোমার কৃপায়।
জয় দেব রামকৃষ্ণ নমঃ পূত পায় ॥

তাঁহার পীড়ার সময় কাশীপুরের সুন্দর বাগান বাড়ীতে তাঁহাকে রাখিয়া চিকিৎসাদির সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ঔষধ পথ্য ও বাড়ীভাড়ার জন্য মাসিক প্রায় তিনশত টাকা করিয়া বৎসরাধিক লাগিয়াছিল। এই অর্থব্যয় তাঁহার অনুগত ভক্তগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রদান করিয়াছিলেন। প্রাণান্ত ঘটিলে তাঁহার পবিত্র শবদেহ সুসজ্জিত খট্টায় করিয়া মহাসমারোহে বরাহনগরের শ্মশান ঘাটে লইয়া গিয়া দাহ করা হইয়াছিল। এই অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় বহু ব্যয় হইয়াছিল এবং বহু গণ্যমান্য শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে যোগদান করিয়াছিলেন। পরমহংসদেবের জীবন হইতে এই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, সাধু ব্যক্তির সুখ সম্পদের অন্ত নাই। বর্ত্তমান বাণিজ্য-বৈষয়িক যুগেও প্রকৃত ধর্ম্মপ্রাণ সাধু ব্যক্তির নিজস্ব ধনজন না থাকিলেও প্রয়োজনকালে সেবা শুশ্রূষার ও সম্মান সমাদরের অভাব হয় না। মহাপুরুষের এইরূপ মহদুক্তি আছে—"নিঃস্বার্থভাবে ত্যাগ করিলে অযাচিতভাবে লাভ হইবে।"

দীর্ঘপ্রবাসে অভিনন্দন*

কেমন রয়েছ দাতুধন ?
সাত সমুদ্র তের নদী করিয়া লঙ্ঘন—
কোথায় গিয়াছ যাতুধন !
তুই যে রে ঘরবোলা বাছা, বেজায় সোজা নেহাৎ কাঁচা,
গিয়াছিস্ দূর দ্বীপান্তরে সহস্র যোজন।
জন্ম-ভিটা, পিতামাতা, প্রাণ-সদৃশ ভগ্নী ভ্রাতা,
বুড় বুড়ী গুরুজন আত্মীয় স্বজন,
সন্থ পরিণীতা জায়া, ত্যজি সবার স্নেহ মায়া,
স্বেচ্ছায় অশেষ ক্লেশ করেছ বরণ !
নাইক সেথা আপন কেহ, করতে আদর যত্ন স্নেহ,
বুঝতে তোমার মর্ম্মব্যথা তুষ্‌তে তোমার মন।
সুহৃদ ব্যথার ব্যথী সাথী, অভাব আত্মবন্ধু জাতি,
দুঃখ জ্বালায় করতে তোমার কষ্ট নিবারণ।

* আমার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ সত্যানন্দ প্রামাণিক দারজিলিং গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন, কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে আই, এস-সি, ইংরাজিতে অনার্স লইয়া বি, এ, এবং ইংরাজিতে এম, এ, পরীক্ষায় (১৯৩৪ সালে) উত্তীর্ণ হইয়া ইংলণ্ডের লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-বিষয়ক অধ্যয়নের নিমিত্ত গমন করে। তথায় অবস্থানকালে, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ, বাঙ্গালার নববর্ষ উপলক্ষে তাহাকে এই অভিনন্দন প্রেরিত হয়।

মোদের আদর সুখের ভোগ, হার্‌ল তোমার ভাঙ্‌তে যোগ,
উচ্চ আশা জ্ঞান-পিপাসায় অটল তোমার পণ।
ধন্য তুমি অনুরাগী, উচ্চ বিদ্যা শিক্ষা লাগি,
তুচ্ছ করি ভোগ সুখ গার্হস্থ্য বন্ধন—
দৃঢ় চিত্তে ধরি ধৈর্য্য, সাধ্‌তে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য
গুরুগৃহে—প্রাচ্য ভূমি করিয়া বর্জ্জন—
গিয়াছ পাশ্চাত্য দেশে, সুদূর ভূভাগ শেষে,
অমূল্য অনিন্দ্য বিদ্যা করিতে অর্জ্জন।।
উচ্চ শিক্ষা পক্ষপাতী, তুমি জ্ঞানানন্দে মাতি,
রয়েছ প্রবাসে ব্রত করিতে সাধন।
নানা দেশ রাজ্য রীতি, দেখ্‌ছ বিষম সমাজ নীতি,
কর্‌ছ কত অধ্যয়ন—ছাত্র অধ্যাপন।
বহু চিন্তা উপক্রম, দিবা নিশি কঠিন শ্রম,
আরাম সম্ভোগ সুখ দিয়া বিসর্জ্জন।
এত শ্রম দুঃখ ক্লেশ, হবে রে ভাই সে-দিন শেষ,
যে-দিন তুমি জয়-সনন্দ করিয়া গ্রহণ—
সিদ্ধিদাতা বিধির বরে আস্‌বে ফিরে মায়ের ঘরে,
সেই শুভদিন আশা করে কাটাচ্ছি জীবন।
দিবা রাত্রি ক্রমাগত কাট্‌ছে—বরষ হ'ল গত—
গুণছি দিন বাকি কত তোমার আগমন।
তোমার হাতের লেখা পত্রে, জান্‌ছি কুশল দু-এক ছত্রে,
"কেমন থাকো" এই ভাবনায় আমরা উচাটন।

উদ্‌যাপি সঙ্কল্প ব্রত, হও স্বগৃহে প্রত্যাগত,
স্বচ্ছন্দ সবল অনাময় কায়-মন।
আমরা যাবৎ জীবন ধরি, এই কামনা সদাই করি,
তোমার বিপদ্ বিঘ্ন ব্যাধি করি বিনাশন,
সকল দশায় রক্ষা করুন শ্রীমধুসূদন।
দূরপ্রবাসে দিলাম তোমায় এ অভিনন্দন !

গৃহাগমনে স্নেহোপহার*

শুভাগচ্ছ সত্যানন্দ অতিপ্রিয় প্রাণধন !
মহানন্দ আজকে মোদের হেরি' তোমার চন্দ্রানন।
স্বস্তিহারা ছিলাম মোরা পাঠিয়ে তোমায় দেশান্তরে,
সাগর পারের রাজ্য হ'তে মহোল্লাসে ফিরলে ঘরে।

* শ্রীমান্ সত্যানন্দ প্রামাণিক বিলাতের লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিষয়ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডিপ্লোমা লইয়া জন্মস্থান শান্তিপুরে প্রত্যাগমন করিলে, তাহাকে স্নেহাশীর্ব্বাদ ও অভিনন্দন দিবার নিমিত্ত ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ৫ই মাঘ, তাহার পৈতৃক ভবন আশানন্দ পল্লীর গোবিন্দালয়ে, মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম, এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন মহাশয়ের সভাপতিত্বে আনন্দসম্মিলন সভায় এই লেখাটি পঠিত ও প্রদত্ত হয়।

বাল্যকালে আমোদ ছলে কতদিন বলেছি তোরে,
বড় হ'লে বিলাত যাবি ভাল খেতে শেখ্ চামচ্ ধরে।
অনেক দিনের কল্পনা মোর বাস্তবে আজ পরিণত,
বিলাতের জ্ঞান-শিক্ষা লয়ে মাতৃগৃহে প্রত্যাগত।
বহু কষ্ট যত্ন চেষ্টা করি বিষম পরিশ্রম,
দুস্তর সাগর গিরি নদী করি অতিক্রম,
গিয়াছিলে কোন্ সুদূরে ইংলণ্ডে রাজার দেশে,
বিদ্যা জ্ঞান উচ্চশিক্ষা লভিতে শিক্ষার্থীবেশে।
দেখ্‌লে কত আলোকগৃহ অর্ণবপোত অগণন,
শোভন তোরণ অট্টালিকা রাজৈশ্বর্য্য অতুলন।
নগর বাজার হাজার হাজার বিপণি-শ্রেণী সজ্জিত,
বেগবান দিব্যযান মচ্ছন্দ বিমণ্ডিত।
বিদ্যালয় গ্রন্থালয় গির্জ্জাগৃহ উচ্চশির,
বিরাট বিচারালয় জনপূর্ণ সুগম্ভীর।
শোভনীয় সভাগৃহ লোভনীয় নাট্যশালা,
সুন্দর সুদৃঢ় দুর্গ শোভিত পতাকামালা।
শান্ত্রী-সুরক্ষিত সদা জনাকীর্ণ রাজবর্ত্ম,
সম্পদ সৌন্দর্য্যে তথা স্বরগ সদৃশ মর্ত্ত্য।
সেথা নাগরিক প্রজা কর্ম্মঠ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ,
প্রবুদ্ধ সুদক্ষ সবে বুঝে নিজ ইষ্টানিষ্ট।
স্বকার্য্য সাধনে কেহ করেনা সঙ্কোচ লাজ,
বুদ্ধিসহ শক্তিযোগে সাধে আপন দেশের কাজ।

কলের সাথে বল মিলায়ে করচে তা'রা অবাক কাণ্ড,
জ্ঞান বিজ্ঞান কৌশলেতে বশ করেছে এ ব্রহ্মাণ্ড।
রাজা প্রজা সবাই সেথায় শিষ্টহৃষ্ট শক্তিধর,
শাস্ত্রজ্ঞানে আইন মানে সমন্বয়ে স্বতন্তর।
তাদের গুণের নাইক সীমা নাই উপমা বিশ্বমাঝে,
যোগ্যতা লভিছে যারা রাজা হওয়া তাদের সাজে।
ভাগ্যগুণে দেখলি রে ভাই এমন রাজার দিব্যধাম,
মিট্‌লো তোমার শিক্ষার সাধ পূর্ণ হ'ল মনস্কাম।
চোখে দেখে পড়ে শুনে পেয়ে উচ্চশিক্ষা জ্ঞান,
আস্‌লে ফিরে মায়ের ঘরে লয়ে কৃতিত্ব সম্মান।
ধন্য তুমি পিতার পুত গণ্য তুমি মোদের নাতি,
তোমার সৌভাগ্যে হৃদয় আহ্লাদে উঠেছে মাতি।
মাতৃকূলে পিতৃবংশে তুই যে রত্ন সমুজ্জ্বল,
তোর গুণ গৌরবে পাই পারিজাতের পরিমল।
বহু যত্ন উপক্রম সাধনা শ্রমের ফলে,
বিশেষতঃ বিধাতার অপার কৃপার বলে,
লভিলে যে বিদ্যাজ্ঞান সম্মান সহানুভূতি,
সানন্দে সম্ভোগ কর কভু যেন হয় না চ্যুতি।
দীর্ঘজীবী হয়ে সুখে করহ সংসার ধর্ম্ম,
দেশের দশের প্রতি পালহ কর্ত্তব্য কর্ম্ম।
সাত সমুদ্র উত্তরিয়া বহুদিনের প্রবাস পরে
ঘরে এলে, নিঃস্ব দাদা কি দিবে ভাই তোমার তরে!

বিষয় বিভব ধনরত্ন এ সব কিছু নাই ত মোর,
হৃদে প্রীতিপুষ্প আছে, মুকুতা আনন্দ লোর।
সকল ধনের সার বিদ্যা, সকল আলোর শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ;
বিদ্যাজ্ঞানে তুষ্টজনের নাইক অভাব অকল্যাণ।
সুশান্ত একান্ত তুমি ভাষাভক্ত সুপণ্ডিত,
ভাব-ভাষা-ছন্দময়ী রচনা এ কথঞ্চিৎ,
বৃদ্ধের চিত্তের স্নেহসূত্রে গাঁথা এই হার,
দিলাম তোমার কণ্ঠে সাধ্যমত উপহার। •

অন্তিম প্রার্থনা

জীবন-যাত্রার গতি ধীরে ধীরে হ'ল শেষ প্রায়,
হীনতেজ আয়ু-সূর্য্য পশ্চিমে চলেছে অবেলায় ;
মৃত্যুরূপী চিরনিদ্রা আসিতেছে আসন্ন নিশায়,
এ সময় হে দেবতা! শেষ ভিক্ষা জানাই তোমায়।
পার্থিব সম্পদ পদ লাভে মোর নাহি আর সাধ,
জন্মাবধি কত ভাবে সুখ-ভোগ দিয়াছ অবাধ,
আজ আর বলিব না—'ধন জন সুখ স্বাস্থ্য দেহ',
সকাতরে মাগি শুধু তোমার আশ্রয় কৃপা স্নেহ।

বন্ধুদের ভালবাসা আত্মীয়ের শুভ আশীর্ব্বাদ—
তোমা হতে আসে জানি—সকলি ত তোমারি প্রসাদ।
তোমার প্রসাদে মোরা প্রেম-সূত্রে বদ্ধ পরস্পরে,
তোমার মহিমা ব্যাপ্ত ভুবন ভিতরে চরাচরে।
নদী গিরি উপবন সমুদায় অণু পরমাণু—
গ্রহ উপগ্রহ কত ধূমকেতু তারা শশী ভানু,
ছোট বড় জড় জীব নিয়ন্ত্রিত আশ্চর্য্য কৌশলে,
ইহলোকে পরলোকে বাঁধিয়াছ অদৃশ্য শৃঙ্খলে!

এ সবের মিলনেতে কি সুন্দর ব্রহ্মাণ্ড বিশাল—
সৃজিয়াছ ওগো স্রষ্টা! কে বলিতে পারে কত কাল?
এর মাঝে কত ক্ষুদ্র কত হীন অতি তুচ্ছ আমি,
আমাকেও দিলে স্থান—ত্যজ নাই হে জীবনস্বামী!
অবোধ অবাধ্য আমি না বুঝে তোমার অভিপ্রায়,
হয়েছি উদ্যত যেই সাধিবারে দারুণ অন্যায়,
তখনই প্রচণ্ড দণ্ড দিয়া মোরে করেছ উদ্ধার,
তোমার কৃপার সাক্ষ্য এ অধম কিবা দিবে আর!

পাপী জেনে মূঢ় বলে ছাড় নাই তিলেকের তরে,
তাই দেই ধন্যবাদ নত শিরে কৃতজ্ঞ অন্তরে।
রোগ শোক জরা মৃত্যু—যত কিছু নহে অকারণ,
বিচিত্র বিধানে তব—করে ভবে কল্যাণ সাধন।

তোমার মঙ্গল বিধি অনুসারে যবে অবশেষে—
বায়ুময় আয়ু মোর সাঙ্গ হবে চক্ষুর নিমেষে !
অভিভূত হ'ব যবে নিশাগমে অন্তিম নিদ্রায়—
দৃষ্টি রেখো স্বস্তি দিও হে বিধাতঃ ! আকুল আত্মায় ।
জীবনের শেষদিনে অন্য কিছু নাহি আকিঞ্চন,
তুমিই আত্মায় থেকো প্রাণারাম পরমাত্মা ধন !

মর্ম্মব্যথা

অরুন্ধতী*

অয়ি অরুন্ধতি !
প্রাণাপেক্ষা আমাদের আদরের অতি।
তুই আকাশের তারা,
ভুলে হয়ে পথহারা,
এসেছিলি আমাদের এ দুঃখের ঘরে,
মাত্র আট বছরের তরে।

* অরুন্ধতী—স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ চিদানন্দ দালালের প্রথমা কন্যা—আমার অতি প্রিয়পাত্রী পৌত্রী। ইহার জন্ম ১৩৩২ সালের ২৩শে কার্ত্তিক সকালে; মৃত্যু ১৩৪০ সালের ৩১শে জ্যৈষ্ঠ বিকালে। মেয়েটি অতিশয় প্রিয়দর্শন, অকপট ও নিরীহ ছিল এবং অতি সহজেই ভীত হইত। একাধিকবার গুরুতর রোগভোগ করিয়া ইহার শরীর নিতান্ত জীর্ণশীর্ণ ও অসহিষ্ণু হইয়াছিল; এই জন্য নিদান রোগের সেবা-শুশ্রূষাও ইহার পক্ষে সুখকর হয় নাই। মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে দিব্যজ্ঞানে বলিয়াছিল "বাবা! আমি আর বাঁচিব না।" আবার অল্পক্ষণ পরেই "আমায় অন্ধকার করে দিল, বাবা!" এই বলিয়া দৃষ্টিলাভের জন্য স্বহস্তে চোখ মুছিয়াছিল। ইহার ক্ষণকাল পরেই অতি ক্ষীণ কণ্ঠে "সব অন্ধকার হয়ে গেল" এই কথা বলিয়া ঘাড় কাত করিয়া এবং চোখ মুদিয়া প্রাণবায়ু ত্যাগ করিয়াছিল।

রোগভোগে জীর্ণশীর্ণ ক্ষীণ তনু লয়ে,
কি যাতনা কি বেদনা কত ক্লেশ সয়ে,
ছিলি যে কয়টা দিন
অবিরাম অবিশ্রাম হয়ে স্বস্তিহীন।
কত দুঃখ কত কষ্ট পেলি,
তাই বুঝি অসময়ে আমাদের ছেড়ে চলে গেলি—
সুদূর নক্ষত্রলোকে—যেথা তোর চির সুখস্থান ;
জ্বালাময় এ সংসারে জুড়াল না তোর কচি প্রাণ!

একদিকে কালদূত—সাংঘাতিক রোগ,
অন্যদিকে আত্মীয়ের একান্ত উদ্যোগ—
পেতে তোর প্রাণটুকু—ছাড়িবে না কেহ ;
তোর প্রতি কি বিষম স্নেহ!
দু-পক্ষের কাড়াকাড়ি—মাঝে থেকে তোর
ভুগিতে হয়েছে নানা যন্ত্রণা কঠোর।
বহুযত্নে পীড়া থেকে পূর্ব্বে দুইবার
করেছি উদ্ধার তোকে—দেহ শক্তিহীন অস্থিসার ;
তৃতীয় বারেতে হায়! আমাদের মুখে দিয়ে ছাই—
লইল শমন তোকে—মানিল না সকাতর মানৎ দোহাই।

দুই কূলে বহু তোর আত্মীয় স্বজন,
সকলেই অতি যত্নে করেছেন লালন পালন ;

খেলার পুতুল আর বসন ভূষণ কত দিয়া,
সতত তুষিতে তোর সুকোমল হিয়া,
সাধ্যাতীত সকলের ছিল আকিঞ্চন ;
তুই দেব-আরাধিত আমাদের হৃদয়ের ধন।
আজন্ম আছিলি তুই শান্ত ক্ষান্ত অতি,
সুন্দর গঠন তোর ধীর মতিগতি,
ছিলনাক হিংসা দ্বেষ জানিতে না ছল,
সহজেই শিহরিয়া ডরাতে কেবল।
রূপে রূপবতী গুণে সতী,
বড় সাধে রেখেছিনু নাম অরুন্ধতী।

তোকে পেয়ে আমাদের অপার আহ্লাদ,
রাতে কাছে লয়ে শুতে হ'ত মোর সাধ ;
কিন্তু তুমি মাকে ছেড়ে একরাত্রি তরে
কভূ থাকনাই মোর ঘরে।
সে-মাকে এখন তীব্র শোকানলে ফেলে,
ওগো দিদিমণি কোথা গেলে ?
খেলার সঙ্গিনী তোর দুটি ছোট বোন—
ইন্দুমতী রত্নবতী কত কেঁদে কেঁদে ডাকে শোন।
এদের উপরি তোর ছিল কত স্নেহ যত্ন মায়া,
থাকিতে সতত সাথে সাথে যেন ছায়া!

এরা তোকে শূন্য ঘরে খুঁজিয়া বেড়ায় !
দিদি-হারা হয়ে প্রাণে সান্ত্বনা সোয়াস্তি নাহি পায়।

তোর শোকসিন্ধু হয়ে প্রচণ্ড উদ্বেল
মোর বুকে বাজে যেন শেল।
"আমি আর বাঁচিব না" তোর এই বেদনার কথা,
শুনে পাই মর্ম্মান্তিক ব্যথা।
"অন্ধকার হয়ে গেল" অন্তিমের অস্ফুট এ স্বর
হৃদিমাঝে বাজে নিরন্তর।
তোর বাণী তোর রূপ পাসরিতে নারি,
পশিছে শ্রবণে সদা নয়নে নিহারি।

সঙ্কট-শয্যায় তোকে রেখে ঘরে গেলাম বিদেশ—
ভৃতি-কর্ম্মস্থলে—এও ঘুচাতে তোদের দুঃখ ক্লেশ
তোদের আনন্দ সুখ লাগি,
সারাদিন কত খাটি কত রাতে জাগি ;
অভাগার শ্রম যত্ন সব ব্যর্থ করি,
কাল তোকে লয়ে গেল হরি' !
তোর সাথে মোর হইল না শেষ-দেখা ;
এও বুঝি বিধাতার লেখা !

অতি উচ্চে সুনীল গগনে তোর স্থিতি,
নিশীথে নীরবে তোর পানে আমি চা'ব নিতি নিতি ;
মনে মনে ক'ব মর্ম্মকথা !
অন্তরে অন্তরে অনুভব হবে উভয়ের গূঢ় অন্তর্ব্যথা !
কি কুহক ! এত মায়া অচ্ছেদ্য মমতা !
দিয়া নিলে কচি প্রাণ হে জীবনদাতা !
তুচ্ছ করি স্থান কাল কায়ার ভিন্নতা,
ধায় প্রাণ তোর প্রতি রাখিবারে চির ঘনিষ্ঠতা—
আত্মায় আত্মায় আন্তরিক আত্মীয়তা !

শচীনাথ*

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত !
অগ্নিগিরির মহোৎপাত !
প্রচণ্ড বিয়োগ-বহ্নি উদ্গারি কালিমা শোক ছাই,
আচ্ছাদিল গ্রামখানি গভীর বিষাদে, কি বালাই !

* শান্তিপুরের তন্তুবায় কুলোদ্ভব স্বগ্রাম-প্রসিদ্ধ দানশীল স্বর্গীয় নবদ্বীপচন্দ্র প্রামাণিক মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শচীনাথ বাবুর জন্ম তাঁহার পিতার কর্ম্মস্থল আসামের ডিব্রুগড়ে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর ;

প্রশান্ত নিশ্চিন্ত গ্রাম ছিল নিজ ভাবেতে বিভোর!
সহসা উঠিল সেথা হাহাকার কণ্ঠনাদ ঘোর।
নাই নাই, আর নাই, চলে গেছে আমাদের শচী!
কর্ম্মেতে কর্ম্মঠ বিজ্ঞ, বয়সে নধর দিব্য কচি।

শচীনাথ! অকস্মাৎ চলে গেলে তুমি!
তেয়াগি জননী জায়া প্রিয় বাসগ্রাম জন্মভূমি।
পুত্র কন্যা সহোদর আত্মীয় স্বজন,
শোকার্ত্ত করুণস্বরে সকাতরে করিছে ক্রন্দন।
গ্রামবাসী নরনারী সর্ব্বসাধারণ,
সবে অতি ম্রিয়মাণ মুহ্যমান বিষণ্ণ বদন।
বড় দুঃখ কি ভীষণ আক্ষেপ বিলাপ!
সকলের মুখে শুধু হায় হায় রব পরিতাপ!

মৃত্যু শান্তিপুরের পৈতৃক ভবনে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারি। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে শচীনাথ বাবু মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেকেন্দ্রাবাদ মাবুট কলেজ-স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদ নিজাম কলেজ হইতে এফ, এ, পাশ করেন। তৎপরে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি, এ, পাশ করিয়া তিনি মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে এম, বি, পাশ করিয়া শান্তিপুরে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি গ্রামের বিচক্ষণ চিকিৎসক, অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, মিউনি-সিপ্যাল চেয়ারম্যান, দাতব্য চিকিৎসালয়ের সম্পাদক, মিউনিসিপ্যাল

গ্রামের গৌরব রবি বিস্তারি প্রভাব রশ্মিজাল,
সর্ব্বকাজে সমভাবে সঁপি জীবনের মধ্যকাল,
পরিশ্রান্ত রোগাক্রান্ত পথভ্রান্ত হয়ে,
বিরাম লভিতে গেলে লোকান্তরে অতি অসময়ে।
জীবনের মধ্যভাগ মধুময় ভোগের সময়,
কত আশা উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভরে' থাকে মানব-হৃদয়।
এ সময়ে অন্তর্দ্ধান এ কেমন বিপরীত রীতি!
স্বজন স্বগ্রাম প্রতি বীতরাগ, কি তোমার বিসদৃশ প্রীতি!
বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠ যত নাগরিক জন,
বিধিমতে করি আয়োজন,
শোকসভা করি দেখালেন কত ক্ষোভ ও সম্মান;
সুসম্পন্ন করিলেন যথাযোগ্য লৌকিক মৌখিক অনুষ্ঠান!
তোমার স্মরণ-শোক বাহ্য আয়োজনে তত নয়,
আত্মীয়ের অন্তরে অন্দরে যত নিরন্তর বহিছে তন্ময়—
বিনা আড়ম্বরে বিনা বাহ্যত ব্যাপারে,
সরবে নীরবে নিশিদিন মর্ম্মান্তিক অশ্রুধারে!

স্কুলের সেক্রেটারি, গভর্মেণ্ট উইভিং স্কুলের সেক্রেটারি, কো-অপারেটিভ সোসাইটীর চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষা সমিতির সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য সাধারণ হিতানুষ্ঠানে সংযুক্ত ছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে গ্রামের একটি বিশিষ্ট ব্যক্তির অভাব হইল। এই শোকগাথা তাঁহার অকাল বিয়োগে লিখিত এবং আদ্যশ্রাদ্ধ বাসরে (১৩৪২ বঙ্গাব্দের ২১শে মাঘ) আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ বিতরিত হয়।

গ্রামের কল্যাণ কর্ম্মে একান্ত ঘনিষ্ঠ নিষ্ঠব্রতী,
নানা প্রতিষ্ঠানে ছিলে সম্পাদক যোগ্য সভাপতি।
মিউনিসিপ্যাল বোর্ড, ব্যাঙ্ক, হাসপাতাল,
তোমার অভাবে যেন বেচাল বেহাল।
বহু কাজে ছিল তব সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বের হাত,
কিন্তু কর নাই স্বার্থ তরে অবিচার পক্ষপাত।
আশ্রিতবৎসল তুমি নির্ভীক হৃদয়,
নিজগুণে করিয়াছ স্বগ্রামবাসীর হিয়া জয়।
তুমি যে গ্রামের গণ্য জাতির বরেণ্য রত্নমণি,
তোমার অকাল মৃত্যু মোদের মরণ তুল্য গণি।
শোকসভা স্মৃতিসভা যত কিছু হ'ল তব লাগি
তাহাতে প্রমাণ হয়—তুমি কত কর্ম্মদক্ষ দেশ-অনুরাগী।

সাধারণ কাজে ঘটে বিদ্বেষ বিপক্ষ দলাদল,
একে ছোট করি অন্যে হতে চায় প্রধান প্রবল।
যখনি এমন কিছু বিঘ্ন বিসংবাদ ঘটিয়াছে,
সুমীমাংসা হয়ে গেছে তব ন্যায় দক্ষতার কাছে।
সম্মুখে সাহস ভরে প্রতিদ্বন্দ্বী হইত না কেহ,
সভাতে লভেনি জয়, যদিবা অবুঝ কেহ করেছে বিদ্রোহ।
দেশের দশের সেবা সম্ভ্রমে করেছ সমুচিত,
মূর্ত্তিমান তেজীয়ান হও নাই ভীত বিচলিত ;

উৎপাত অত্যাচার বিরুদ্ধ ব্যভার—
বিক্রমে দমন করি সাধিয়াছ কার্য্য আপনার।

গুণী জ্ঞানী ধনী মানী ছিলে তুমি সাহসী সরল,
শিশুসম সদানন্দ চিত্ত সুনির্ম্মল।
মান মর্য্যাদার ভরে হও নাই সুগুরু গম্ভীর!
মিশিতে সবার সাথে অকপটে কিশোর স্থবির।
পিতার সুযোগ্য পুত্র সদাশয় উদার পরাণ,
দরিদ্রে দয়ার্দ্র চিত্ত আর্ত্তজনে প্রাণপণে করিয়াছ ত্রাণ।
আপনি নির্দ্দোষ হয়ে—বিপন্নের দোষ লয়ে শিরে,
করেছ উদ্ধার তারে, লাজ ভয় দেখ নাই ফিরে।
পদের মোহের প্রতি ছিলনাক স্পৃহা আকিঞ্চন,
পদ অতি তুচ্ছ জ্ঞানে উচ্চ মনে করেছ বর্জ্জন।
তোষামোদ অনুরোধ কর নাই উচ্চ পদ তরে,
তথাপি পেয়েছ—থাকি রোগশয্যা 'পরে স্থানান্তরে।

শারীরিক সাংসারিক সম্পদ বিপদ পরিহরি,
যশ মান গৌরবের সম্পর্ক বিস্মরি,
সুখ দুঃখ খ্যাতি নিন্দা সংশয় সম্প্রীতি,
ইষ্টানিষ্ট মনোভাবে লভিয়া নিষ্কৃতি,
গিয়াছ স্বধামে স্বর্গে শচীনাথ সদানন্দময়!
শান্তিপুরে সসম্ভ্রমে তব নাম যশ গান হয়।
তোমার সুকৃতি-কথা স্মৃতিগাথা হউক অক্ষয়॥

রাধাকান্ত*

শ্রাবণের কাল মেঘ আঁধারে ঢেকেছে দিগন্তর,
বারিপাত ছলে কাঁদে বৃক্ষলতাপাতা নিরন্তর।
আচম্বিতে বজ্রপাতে কাঁপে স্তব্ধ ধরণীর বুক,
বিষাদ বিক্ষোভভরা এবে সারা প্রকৃতির মুখ।
বাহিরে স্বভাবে আজ হেরি যত বিষাদ আঁধার,
এ হ'তেও গাঢ় শোকাচ্ছন্ন এক ব্যথিত সংসার।
বিলক্ষণ ভীষণ শোকের মেঘ ছেয়েছে অন্তর,
হেনেছে বিয়োগবজ্র, মা বাবার হৃদয়-যন্তর
দিয়াছে ভাঙ্গিয়া কাল কালান্তক দুর্দ্দান্ত কৃতান্ত !
অসময়ে লয়ে গেছে বুকজুড়ান বাছা রাধাকান্ত।
ধীমান হ্রীমান শান্ত রাধাকান্ত ! একি হ'ল আজ !
কোন্ লোকে গেলে হয়ে দিগ্‌ভ্রান্ত অথবা নারাজ।

* পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধারমণ গোস্বামী জ্যোতিষরত্ন মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র রাধাকান্তের জন্ম শান্তিপুরে ১৩১৭ সালের ১লা পৌষ; মৃত্যু কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ১৩৪৪ সালের ৯ই শ্রাবণ। তাহার ললাটে ক্ষুদ্র ব্রণের ন্যায় একটি বিসর্পী হইয়াছিল। ইহার অসহ্য জ্বালায় কাতর হইয়া অনতি ভোগেই তাহার মৃত্যু হয়। রাধাকান্ত অতিশয় রূপবান স্বাস্থ্যবান বুদ্ধিমান এবং ভক্তিমান ছিল। সুসৌষ্ঠব ও সৌজন্যের নিমিত্ত আত্মবন্ধু সকলেই তাহাকে আন্তরিক প্রীতি করিতেন এবং তাহার অকাল মৃত্যুতে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছেন।

কিবা দোষ কিংবা রোষ দেখি সংসারের আচরণে,
অভিমানে গেলে বুঝি ত্যজি প্রিয়গৃহ আত্মজনে।
মাতৃপিতৃভক্ত উপযুক্ত পুত্র গুণের সাগর,
সরল নির্ম্মল চিত্ত সুপবিত্র রূপের আকর।
মধুমাখা স্বর তোর শুনি যেন আকাশে বাতাসে,
সুশোভন চন্দ্রানন অনুক্ষণ জাগে হৃদাকাশে।
মোদের কপাল দোষে তোমার কপালে হ'ল রোগ,
নিতান্ত সকালে গেলে না করিয়া কোনো সুখভোগ।
তুমি ত গিয়াছ চলি ভুলি আমাদের স্নেহ মায়া,
ভুলিতে নারিব মোরা তোকে যত দিন র'বে কায়া।
মা বাবার প্রাণমন পুত্রশোকতাপে শান্তিহারা,
বহিতেছে নিরবধি সঙ্গোপনে বাষ্প-অশ্রুধারা।
বিধাতার কি বিচিত্র বিধানে বিন্যস্ত এ জগৎ,
সুখদুঃখ হাসিকান্না আছে পাশাপাশি যুগপৎ।
আজ জন্ম মহোৎসব কাল হয় মৃত্যু শোকোচ্ছ্বাস,
আহ্লাদে বিহ্বল প্রাণ হয়ে যায় বিষাদে উদাস।
এ সংসার লোকাচার সব চলে যায় পূর্ব্বাপর,
হা অদৃষ্ট ! কোনো কিছু হয় না ত চির সুখকর !
জনম মরণ মাঝে মায়াবশে হইয়া বিভোর,
এ সংসারে থেকে মোরা ভুগি বহু শোক দুঃখ ঘোর।
রাধাকান্ত রূপগুণ প্রীতি স্মৃতি মরমে ধরিয়া,
মরণের বাড়া জ্বালা সয়ে মোরা রহিয়াছি জীয়া।

স্বর্গীয় হরিপ্রসাদ বিদ্যান্ত*

তন্তুবায়-কুলরত্ন হে ধীমান শ্রীহরিপ্রসাদ !
সহসা চলিয়া গেলে ! স্বজাতির ঘটিল প্রমাদ।
গুণী জ্ঞানী ধনী মানী তুমি সুপণ্ডিত মহাভাগ !
দেশের দশের প্রতি ছিল বড় প্রীতি অনুরাগ।
স্বজাতির সন্তানের শিক্ষার অভাব দূর তরে,
করিয়াছ অর্থদান সদ্ভাবে স্বেচ্ছায় অকাতরে।
তন্তুবায় বিদ্যালয়—জাতির কল্যাণ প্রতিষ্ঠান,
তোমার দানের ফলে হইয়াছে দিব্য রূপবান।
সুসম্পন্ন বিদ্যালয়-গৃহ তব পৈতৃক ভিটায়,
দরশনে পান্থজনে তোমার দানের যশ গায়।

* স্বর্গীয় হরিপ্রসাদ বিদ্যান্ত মহাশয়ের অকাল বিয়োগে শান্তিপুর তন্তুবায় বিদ্যালয়ে, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ১০ই শ্রাবণ, শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ দাস এম, এ, মহাশয়ের সভাপতিত্বে স্বর্গগত মহাত্মার শোকসভায় এই কবিতাটি পঠিত হয়।

স্বর্গীয় হরিপ্রসাদ বিদ্যান্ত মহাশয় শান্তিপুরের সুপ্রসিদ্ধ তন্তুবায় সম্প্রদায়ের পরলোকগত রামগোপাল বিদ্যান্ত মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র। রামগোপাল বিদ্যান্ত মহাশয় অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ের একজন বিশিষ্ট ও যশস্বী এঞ্জিনিয়ার ছিলেন এবং এই কর্ম্মোপলক্ষে তিনি লক্ষ্ণৌ নগরে উপনিবাস স্থাপন করিয়া দান, সৎকর্ম্ম ও সদাচরণ গুণে তদঞ্চলে যথেষ্ট সুখ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। হরিপ্রসাদ বাবু ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ্চ লক্ষ্ণৌ নগরে ভূমিষ্ঠ হন এবং বয়োপ্রাপ্ত হইয়া

কর' স্নেহদৃষ্টিপাত দিনরাত দেবলোক হ'তে,
তোমার মহৎ কীর্ত্তি কত শুভ সাধিছে মরতে।
কীর্ত্তিমান হে মহান্ নিষ্ঠাবান বিশ্বাসী বিনয়ী,
মোহমায়া প্রলোভনে অনায়াসে হইয়া বিজয়ী,
গিয়াছ অমরধামে, জড় দেহ মরধাম ছাড়ি ;
অনাসক্ত পুণ্যবান ছিলে হেথা মৌনী ব্রহ্মচারী।
জপ তপ ধ্যান জ্ঞান ধর্ম্মকর্ম্মে নিয়ত নিরত,
সুখভোগে বীতরাগ, পালিয়াছ উচ্চ ত্যাগব্রত।
মূর্ত্তিমান তেজীয়ান অর্থভোগ কর নাই সার,
উচ্চমনে উঞ্ছবৃত্তি স্বচ্ছন্দে করেছ পরিহার।

তথাকার ক্যানিং কলেজ হইতে তিনি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হইয়া বি, এ, পাশ করেন। তাঁহার এই শ্রেষ্ঠত্বের জন্য উক্ত কলেজের বনেট হলে তাঁহার নাম গৌরবের সহিত খোদিত হইয়াছে। অতঃপর এলাহাবাদের মিউর সেণ্ট্রাল কলেজ হইতে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি অঙ্কশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হইয়া এম, এ, উপাধি লাভ করেন। এই গুণ গৌরবের জন্য তিনি স্বর্ণপদক এবং ছাত্রবৃত্তি (Gold Medals and Scholarship) প্রাপ্ত হন। অনন্তর তিনি রুরকীর সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া পরীক্ষায় পুনরায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। এই প্রাধান্যের জন্য তিনি কলেজের সকল প্রকার সম্মানজনক পদক এবং ইংলণ্ডে যাইয়া উচ্চতর শিক্ষার নিমিত্ত (State Scholarship) রাজবৃত্তি প্রাপ্ত হন। দুর্ভাগ্য বশতঃ এই সময়ে পিতৃবিয়োগ-জনিত পারিবারিক দুর্য্যোগ ঘটায় তাঁহার শিক্ষার্থে বিলাত গমন এবং বৃত্তিভোগের বিঘ্ন হয়। অতএব বিলাত গমনের সঙ্কল্প বর্জ্জন

দাসত্ব করনি তুমি—কর্ত্তব্য পেলেছ নিরভয়ে,
এলোকের ধনমান চাহনাই আত্ম বিনিময়ে।
নির্ভীক স্বাধীনচেতা সাধু সুধী ত্যাগী যোগীবর,
ঐহিক অগ্রাহ্য করি পারত্রিক লভিতে তৎপর।
তোমার গুণের কথা যশোগাথা চারিত্র-প্রতিভা,
কি আর বলিব হায়! অল্পমতি বুঝি আমি কিবা?

করিয়া তিনি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুন যুক্তপ্রদেশের ফতেপুর নগরে এঞ্জিনিয়ারের চাকরি প্রথম গ্রহণ করেন।

শিক্ষাকালের পরীক্ষাদানের ন্যায় কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ত্তব্য পালনেও তিনি শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। জীবনব্যাপী অবিশ্রাম পরিশ্রমের ফলে অকালে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। অবশেষে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর তিনি চাকরি পরিত্যাগ করেন। চাকরি ত্যাগকালে তাঁহার মাসিক বেতন ২২৫০৲ টাকা এবং ভাতা (Pension) ৫৩৩৲ টাকা হইয়াছিল। পাকযন্ত্রের পীড়াতেই তিনি সচরাচর দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেন। পরিণামে যকৃতের নিম্নে স্ফোটক হওয়ায় ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুলাই কাশীধামস্থ স্বকীয় ভবনে তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটে। কাশীধামে মৃত্যু এবং পঞ্চদশ দিবসে আদ্যশ্রাদ্ধক্রিয়া হয় ইহা তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তাঁহার একমাত্র সুসন্তান শ্রীযুক্ত ভিক্টর নারায়ণ বিদ্যান্ত এম, এস, সি; এল, এল, বি, মহাশয় পিতার অন্তিম বাসনা পালন করিয়াছেন।

হরিপ্রসাদ বাবু অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ, জ্ঞানপিপাসু, স্বাধীনচেতা, ন্যায়বান, দানশীল ও অমায়িক ব্যক্তি ছিলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পত্নীবিয়োগের পর হইতে তিনি আহারে ও আচারে বিপত্নীক-ব্রত

কর ওগো আশীর্ব্বাদ স্বর্গ হতে আমাদের প্রতি ;
উন্নত আদর্শে যেন চলিবারে থাকে মতি-গতি।
তোমার বিয়োগে শোকে মুহ্যমান আমাদের প্রাণ,
শোকার্ত্ত সন্তপ্ত তব সুসন্তান ভিক্টর নারাণ।
লহ শোকতপ্তদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্ঘ্য অবদান,
ব্যথিত হৃদয়ে শান্তি স্বস্তি দান কর ভগবান।

পালন করিয়া জীপন যাপন করিয়াছিলেন। পূজার্চ্চনা, শাস্ত্রপাঠ, ধর্ম্মচর্চ্চা ও তত্ত্বচিন্তা লইয়াই তিনি প্রতিদিন অবসর সময় কাটাইতেন। দেশের অনেক সদনুষ্ঠানে তাঁহার বিশিষ্ট যোগ ছিল। তিনি কিছুদিন ভারতের এঞ্জিনিয়ার ইন্‌ষ্টিটিউটের সভাপতি ও অযোধ্যার হিন্দু মিশনের সভাপতি ছিলেন। তিনি লক্ষ্ণৌর বেঙ্গল ক্লাবে ১০০০৲ টাকা, কাশীর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ১০০০৲ টাকা, স্বাস্থ্যকর পাহাড়তলীতে যক্ষ্মারোগীর স্বাস্থ্যনিবাস নির্ম্মাণের সাহায্যার্থে ২৫০০০৲ টাকা এবং ছোটবড় বহুবিধ দান অতি সঙ্গোপনে করিয়া গিয়াছেন।

শান্তিপুরের তন্তুবায় অবৈতনিক বিদ্যালয়ের তিনি সভাপতি ছিলেন এবং আজীবন মাসিক ১০৲ টাকা করিয়া ইহাতে সাহায্য করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার অবর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত ভিক্টর নারায়ণ বাবু পিতার দান প্রদান করিতেছেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে হরিপ্রসাদ বাবু এই বিদ্যালয়ের নিজস্ব গৃহনির্ম্মাণার্থ তাঁহার পৈতৃক পুরাতন বাস্তুগৃহ এবং নগদ ২০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহার স্বর্গগত পিতামহের নাম-স্মৃতিকল্পে এই বিদ্যামন্দিরের নাম হইয়াছে—

কার্ত্তিক-বিদ্যান্ত শিক্ষালয়।

লীলাবতী*

লীলাবতী ভাগ্যবতী মোরে হেথা ফেলে,
নিশাশেষে নিরুদ্দেশে তুমি চলে গেলে !
জীর্ণ শীর্ণ রুগ্ন তুমি ভগ্ন তব দেহ,
নারিতে নড়িতে একা ছাড়ি এই গেহ।
অতি কষ্টে কোন মতে চলাফেরা করি,
কাটাতে অপার্য্যমানে দিবা বিভাবরী।
পদক্ষেপে প্রলয় গণিত তব হিয়া,
কষ্টেতে ঝড়িত অশ্রু স্বেদ অঙ্গ দিয়া।
পৈঠা দিয়া নামা উঠা হ'ত বড় দায়,
বাড়িত স্পন্দন বুকে যন্ত্রণা মাথায়।

* লীলাবতী—আমার দয়িতা এবং "শ্রীঅদ্বৈত বিলাস" গ্রন্থ-প্রণেতা স্বর্গীয় বীরেশ্বর পণ্ডিত মহাশয়ের প্রথমা দুহিতা। ইঁহার অতিশয় কোমল স্বভাব, অমায়িক ভাব, মানসিক বল, সদা সপ্রতিভতা, বিলক্ষণ সহিষ্ণুতা এবং রন্ধনে ও গৃহকর্ম্মে সবিশেষ নিপুণতা ও পরিচ্ছন্নতা ছিল। ইনি কখনও কাহারও সহিত অসদ্ভাব করেন নাই; কাহারও প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন নাই; কাহাকেও রূঢ়বাক্য বলেন লাই। নিতান্ত পরকেও আপন বলিয়া গ্রহণ ও মিলন করিয়া থাকার প্রকৃতি ইঁহার বেশ ছিল; প্রবাসে থাকার সময়ে এই স্বভাবের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

আপদ-বিপদে ধৈর্য্যধারণের হুপবলও ইঁহার অল্প ছিল না। একবার

স্নান শৌচকালে নিত্য ব'লে যেতে মোরে,
"উঠিতে না পারি যদি তুলে এনো ধ'রে।"

* * *

ক্ষীণ দেহে রান্নাবাড়া করা ছিল জ্বালা,
করভ্রষ্ট হ'ত অন্নব্যঞ্জনের থালা।
দুঃখিত ব্যথিত হয়ে বলিতে তখন,—
"কবে মোর ঘুচে যাবে রন্ধন ভোজন।
ওমা গঙ্গে! তুমি যদি দাও কোলে স্থান,
তা হ'লে জুড়ায় মোর এ দগ্ধ পরাণ।
হে দেবতা! মোর প্রতি সুপ্রসন্ন হও,
এ যন্ত্রণা থেকে মোরে শীঘ্র ডেকে লও।"

ইঁহার সাংঘাতিক উরুস্তম্ভ অস্ত্রচিকিৎসা-কালে, ক্লোরোফরম দ্বারা ইঁহাকে অজ্ঞান করাইবার কথা হইলে, ইনি বলিয়াছিলেন "আমাকে অজ্ঞান করিতে বা কাহারও ধরিয়া রাখিতে হইবে না। আমি চোখ বুঁজে স্থিরভাবে শুয়ে থাকি, আপনারা কাটা-বাঁধা যাহা করিতে হয় করুন।" অতঃপর প্রবীণ ডাক্তার গ্রামমান্য শ্রীযুক্ত বামাচরণ দাস মহাশয় কাটা ধোয়া বাঁধা সব শেষ করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, "আমি বহু রোগী দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ সজ্ঞানে নীরবে সুস্থিরভাবে থাকিয়া অঙ্গচ্ছেদ-জ্বালা সহ্য করিতে পারেন, এমন যন্ত্রণাসহিষ্ণু রোগী আর দেখি নাই।"

আমার সহিত কয়েক বৎসর কলিকাতায় এবং শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালে ইনি যে সকল বিশিষ্ট এবং গরিষ্ঠ মহোদয় ও মহোদয়ার

তুমি সতী পুণ্যবতী সত্য তব বাণী,
তোমার অন্তর-ব্যথা অন্তর্যামী জানি,
লয়েছেন অবিলম্বে তোমারে আদরে,
তাঁহার অমৃত কোলে তুলে কৃপা করে।
হয়েছে তোমার দুঃখ কষ্ট অবসান,
চির শান্তি স্বস্তি দিয়াছেন ভগবান্।

*　　*　　*

সংসার-সঙ্গিনী তব ছিল স্নিগ্ধ হিয়া,
সেবেছ স্বজনগণে কায়মন দিয়া।
এখনো তোমাকে এরা পাসরিতে নারে,
গতাসুর প্রতি যেন প্রেমাসক্তি বাড়ে!

সহিত আলাপ ও সৌহৃদ্যলাভের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ইঁহার মধুর স্বভাবে মোহিত হইয়া ইঁহাকে আন্তরিক প্রীতি করিতেন। ইঁহার লোকান্তর গমনে যাঁহারা আক্ষেপ ও আত্মীয়তা করিয়া আমাকে সমবেদনা ও সান্ত্বনাপূর্ণ পত্র লিখিয়াছেন তাহার কয়েকখানির সঙ্ক্ষিপ্তাংশ নিম্নে লিখিত হইল—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী—কলিকাতা, ২৭।১০।১৩৪৪।—যে সংবাদ পাইলাম তাহাতে নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। আপনার মনের অবস্থা আমি অনুভবই করিতে পারিতেছি, কারণ ইহা আমার অজ্ঞাত নহে।…যাহা অনিবার্য্য বা বিধাতার বিধান, আনন্দের সঙ্গে না হইলেও, যেন ধৈর্য্যের সহিত তাহা আমরা গ্রহণ করিতে পারি। হিন্দু স্ত্রী যাহা কামনা করেন তাঁহার তাহা হইয়াছে।

তব গুণ গেয়ে এরা যখন-তখন,
দীর্ঘশ্বাস ফেলি জলে ভরায় নয়ন।
তুমিও আত্মীয়গণে ভুলনাই বুঝি !
নিষুপ্ত নিশীথে আস অবসর খুঁজি।
স্বপ্নযোগে দাও দেখা কর কত রঙ্গ !
হাসাও মাতাও ক'রে অলীক প্রসঙ্গ।
নিদ্রাভঙ্গে তব সঙ্গে দেখাশুনা নাই !
অশরীরী সশরীরী প্রেম কী বালাই !
ইহলোকে পরলোকে বাহিরে প্রভেদ,
অন্তরে আত্মায় একি যোগ অবিচ্ছেদ !

* * *

উদ্বাহ-সম্বন্ধে আমি হই তব পতি,
পত্নীর সুনাম করা শাস্ত্রীয় পদ্ধতি।

উভয়ের বিচ্ছেদ যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন মন্দের মধ্যে ইহাই ভাল।...... ভাগবতে পড়িয়াছি, ভগবান্ নাকি দুঃখ দিয়া উপকারই করেন। যদি তাহাই হয় তবে ভাল। তাহাই হউক। তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। ... ... আপনার মনে সান্ত্বনা ও শান্তি আসুক।

বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃত অধ্যাপক, সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—শান্তিনিকেতন, ৯।৮।১৩৪৫।—দিদি লীলাবতীর শান্ত প্রীতিজনক দিব্য মূর্ত্তি মানসচক্ষুতে দেখিলাম—দেখিলাম সেই হাস্যময়ী শান্তমূর্ত্তি।......সুদীর্ঘকাল একত্র বাসের পরে মরণান্ত বিরহ নিশ্চিতই সুদুঃসহ। কিন্তু স্বর্গগতের প্রিয়কার্য্য সাধনে ক্রিয়া কলাপ স্মরণে সে

প্রিয় সত্য প্রকাশিতে লাজ দোষ নাই,
তাই অসঙ্কোচে তব যশোগুণ গাই।
রূপবতী গুণবতী ধৈরযশালিনী,
ধীরগতি স্থিরমতি মধুরভাষিণী।
অভিমান অহঙ্কার নাহি ছিল মনে,
লইতে খাইতে চেয়ে অম্লান বদনে।
না ডাকিতে আগে যেতে করিতে না মান,
কুটিলতা চতুরতা জানিতে না ভাণ।
কখনো কাহাকে তুমি করনি আক্রোশ,
হাসিমুখে উড়ায়েছ সকলের দোষ।
সকল আত্মীয় সাথে ছিল গাঢ় প্রীতি,
পথের লোকেরে ডেকে কথা-ক'য়া রীতি।

বিরহের তীব্রতার হ্রাস হয়, ইহাই জীবিত প্রিয়ের একমাত্র চিত্ত-বিনোদনের স্থান। এই বিরহই প্রেমের নিকষ—ইহাতেই শুদ্ধির পরীক্ষা। পরীক্ষোত্তীর্ণ প্রেমিক ইহাতেই ভাগ্যবান্—যথার্থ প্রেমিক। এ সুযোগ পাইয়াছেন—দুর্ভাগ্য আপনি, তত্ত্বতঃ ভাগ্যবান্।

শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বসু এম, এ ; বি, এল—বোলপুর, ৮।৮।১৩৪৫।—…আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আপনি এই মহা বিচ্ছেদকে ঈশ্বরের দান বলিয়াই ধীরভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রার্থনা করি শ্রীভগবান মুক্তাত্মার শান্তি বিধান করুন ও আপনাকে শান্তি দিন।……

আমি একদিন আপনার এখানকার বাড়ীতে আপনার স্ত্রীর নিকট পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। তিনি সেই সময়ে কতই

আবাসে প্রবাসে ছিলে যখন যেখানে,
সবারে বেসেছ ভাল আত্মবন্ধু জ্ঞানে।
সখী সাথী ভিন্ন জাতি ছোট বড় সনে,
করেছ প্রণয় সখ্য মিষ্ট আচরণে।
সবে একবাক্যে এবে করিছে সুখ্যাতি,
সবাই তোমার গুণমুগ্ধ পক্ষপাতী।

* * *

শেষকালে ভাগ্যফলে পথপ্রান্ত ঘরে,
বসিয়া থাকিতে তুমি দুবেলা দুপরে।

না আনন্দ ও শ্রদ্ধার সহিত আমাকে প্রণাম করিয়াছিলেন……আজ আমার তাহা মনে পড়িতেছে। মনে হইতেছে কেন আর তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সুযোগ পাই নাই।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ—কলিকাতা, ৩০।৭।১৩৪৫।—আমার স্বর্গগত মাষ্টার মহাশয়ের কন্যা স্বামীর পরিবার-বর্গকে সেবা দ্বারা মুগ্ধ করিয়াছিলেন ও জনসাধারণকে সদালাপে মোহিত করিয়াছিলেন। … … তুমি ভাগ্যবান, এরূপ স্ত্রীরত্ন পাইয়াছিলে।……লীলাবতীর জীবন্তের ছবি ও জীবনান্তের ছবিতে স্বাত্বিক ভাবপূর্ণ—"ধ্যানী মৌনী তপস্বিনী সম মূর্ত্তি।"… …

তুমি শোকগ্রস্ত। তোমাকে শান্তিময় শান্তি দিবেন। যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন "Blessed are they that mourn for they shall be Comforted."

শ্রীযুক্ত দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ—দৌলতপুর কলেজ, ২৮।১১।১৯৩৮।—আপনার পত্নী বিয়োগের সংবাদ জানিয়া মনে বড়

দেখিতে সবার গতিবিধি চেয়ে চেয়ে,
ডাকিতে সম্পর্ক ধরি যত ছেলে মেয়ে।
পান্থলোকে ডেকে ডেকে ক'তে কত কথা,
জানাতে যন্ত্রণা তব অন্তরের ব্যথা।
কাতর হইত সবে সমবেদনায়,
তোমাকে হারায়ে তা'রা করে হায় হায়!
হৃদয়ে মস্তিষ্কে ছিল সাংঘাতিক রোগ,
বহুদিন করিয়াছ অসোয়াস্তি ভোগ।
ভোজনে শয়নে নাহি ছিল সুখলেশ,
সহিয়াছ দিবানিশি দুর্ব্বিষহ ক্লেশ।

ব্যথা পাইলাম। স্বর্গীয় পণ্ডিত মহাশয়ের সাধনার ফল কন্যারত্ন উপযুক্ত পতিহস্তে ন্যস্তা হইয়াছিলেন বুঝিলাম··· ···। আমাদের হিন্দু সংসারের অন্দরের অভ্যন্তরে কত গুণবতী নারীরত্ন বিরাজ করেন। এই সব সতীলক্ষ্মীদের চরিত্রমহিমা বিকশিত ও প্রকাশিত করিবার সহায়তা অনেকে করেন না। গুণবতী লীলাবতীর দিব্য চরিতগাথা প্রকাশ করিয়া আপনি যথার্থ পত্নীব্রতের পরিচয় দিয়াছেন। বুঝিলাম আপনাদের দাম্পত্যপ্রেম দেহসম্বন্ধের উর্দ্ধে উঠিয়াছিল।

পোষ্ট অফিস সমূহের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল চট্টোপাধ্যায় বি, এ—নারায়ণগঞ্জ, ২৫।১১।১৯৩৮।—সরকারি কার্য্য উপলক্ষে যখন আমাকে বোলপুরে যাইতে হইত সেই সময়ে একবার প্রেমমুগ্ধ কপোতকপোতীর সুখনীড় সদৃশ এই প্রেমিক দম্পতির বোলপুরস্থিত আবাসগৃহে "প্রেমকুঞ্জে" উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য

রোগের জ্বালায় কত রাত্রি ঘর ছাড়ি,
গিয়াছ বাহিরে ক্ষিপ্তপ্রায় তাড়াতাড়ি।
তখনি ত্বরায় আমি ধরিয়া তোমায়
দিয়াছি শীতল জল বাতাস মাথায়।
না বুঝে এসব তব রোগের লক্ষণ,
অন্তরে হয়েছি কভু ক্ষুব্ধ বিলক্ষণ।
কত ত্রুটি ধরিয়াছি দোষিয়াছি যত,
স্মরি-ততোধিক মর্ম্মে হতেছি আহত।

* * *

ছিলে যবে এই ভবে সাধের সংসারে,
সুখদা অন্নদারূপে তুমি একাধারে ;
করেছ কতই সেবা-যত্ন অনুক্ষণ,
অন্নে দেহ পুষ্ট প্রীতি দানে তুষ্ট মন।

আমার হইয়াছিল।…"আমি তাঁহার সহোদর যোগানন্দ বাবুর বন্ধু" মাত্র এইটুকু পরিচয় পাইয়াই এই মহোদয়া মহিলা তৎক্ষণাৎ আমাকে সহোদরের পদবী প্রদান পূর্ব্বক আমার সহিত স্নেহময়ী সহোদরার ন্যায় নিঃসঙ্কোচে আলাপ করিয়াছিলেন এবং অতিশয় যত্নসহকারে মিষ্টান্নাদি ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত ও আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। সেই অল্প সময়ের আলাপেই আমি তাঁহার পবিত্র ও কোমল হৃদয়ের কমনীয় মাধুর্য্যের যে কণামাত্র আস্বাদ পাইয়াছিলাম তাহা হইতে লীলাবতীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে বলিতে পারি… …।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাস—ময়মনসিংহ, ২৫।১১।১৯৩৮।—আপনার

সে সুখ সোয়াস্তি এবে হয়েছি বিহীন,
সুখের সংসার মনে হতেছে শ্রীহীন!
বহু সুখ ভোগ সেবা লভেছি জীবনে,
এর তরে তিলমাত্র খেদ নাহি মনে।
জন্ম-বৃদ্ধি-সুখ-ভোগ-লাভে আগে আমি,
মরণের বেলা তুমি হ'লে অগ্রগামী!
শেষে এসে আগে গেলে! ক্ষোভ করা মিছে,
আমিও যাইব তব কাছে পিছে পিছে।
আমি আগে গেলে দুঃখে দহিতে বিস্তর,
তোমার গমনে মোর নিশ্চিন্ত অন্তর!
মোরে ফেলে গেলে বলে করিব না খেদ,
বিধির নির্ব্বন্ধ এই মিলন বিচ্ছেদ।

* * *

ব্যথা-ভরা কথাগুলি সমব্যথিতের ব্যথা জাগাইয়া তুলিতে দর্পণ সদৃশ। আপনাকে বোঝা যায় না—কাতর কি কঠোর। যেন সাংসারিক ব্যাপারে শোককাতর হইয়াও ধৈর্য্যে বজ্র-কঠোর।

শ্রীযুক্ত করুণারঞ্জন দাস বি, এ; বি, এল—পূর্ণিয়া, ২।১১।১৯৩৮।—আপনি এমন ভাগ্যবতী ও গুণসম্পন্না স্ত্রী পেয়েছিলেন—আপনি অতি ভাগ্যবান। ভগবান আপনাকে আপনার এই শোকে সান্ত্বনা দিন। তাঁহার আত্মার সদ্‌গতির জন্যও প্রার্থনা জানাচ্ছি।

শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ দাস এম, এ—শান্তিপুর ২৯।১০।১৯৩৮।—এই অনিত্য সংসারে আত্মীয়স্বজন বিয়োগে যে জ্ঞান লাভ করিলে মানুষের মন মর্ম্মান্তিক শোকেও অভিভূত না হইয়া শান্তি পাইতে পারে,

জীবনের মাঝখানে ক'দিনের তরে,
হ'ল চেনাশুনা মিলামিশা পরস্পরে !
সাঙ্গ করি' সংসারের জায়াপতি খেলা,
ভোগাদিয়ে গেলে মোরে রাখি' শেষবেলা।
আসিয়াছি একা ভবে একা যেতে হবে,
ওলোকে দোসর লয়ে কে গিয়াছে কবে ?
এলোকের কর্ম্মভোগে আয়ু অবসানে,
আমিও অবশ্য যাব ওই গম্যস্থানে।
মোর কথা তব হোথা র'বে কি স্মরণ !
ল'বে কি যাইব যবে—করিয়া বরণ ?

আপনার সহধর্ম্মিণীর পরলোক গমন উপলক্ষে লিখিত এই বিষাদ গীতির মধ্যে আপনি তাহা নিজেই লিখিয়াছেন—

"মোরে ফেলে গেলে বলে করিবনা খেদ,
বিধির নির্ব্বন্ধ এই মিলন বিচ্ছেদ।"

যেরূপ সংযতভাবে আপনার বিয়োগবিধুর মনের ভাব ইহাতে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয় ও অনুসরণীয়। আপনাকে প্রবোধ দেওয়ার আবশ্যক নাই।

শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সান্যাল এম, এ ; বি, এল—দার্জিলিং, ১৬।১১। ১৯৩৮।—আপনাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব জানি না, তবে জন্ম মরণের যিনি বিধাতা তিনিই দিতে পারেন। গীতার উক্তি—

"অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।"

বোধহয় আপনাকে সান্ত্বনা দিতে পারিবে। শ্রীভগবান আপনাকে

মরণের তরে বৃথা চিন্তা শোক ডর !
দেহ ত্যজি আত্মা রয় অজর অমর।
কেমনে যাইবে বলে ছিল তব ভীতি !
ঘুচেছে সে চিন্তা ভয়—লভেছ নিষ্কৃতি !
জীবন-যাত্রায় মোরে অনুগামী করি,
পুণ্য বলে স্বর্গে গেলে জয়মাল্য পরি' !

* * *

শ্মশানে বরাঙ্গ তব হইয়াছে ছাই,
সংসারে কিছুই তব নষ্ট হয় নাই !
তুলসী মালতী কুন্দ গাছ আগুলিয়া,
জলদানে যতনে রেখেছি জীয়াইয়া।

নিববচ্ছিন্ন শান্তির অধিকারী করিয়া রাখুন ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাস, পোষ্টপিয়ন—শান্তিনিকেতন, ১২।৭।১৩৪৫।—মাতাঠাকুরাণীর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া যার-পর-নাই মর্ম্মাহত হইলাম। তাঁহার দয়ার ও ভালবাসার কথা এক মুখে বলা যায় না।··· ···ভুবন-ডাঙ্গার প্রতিবাসীরা আমাদের বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার মৃত্যুশয্যার ফটো দেখিয়া কান্নাকাটি ও হায় হায় করিতে লাগিল। আজ সারাদিন সকলেই কেবল আপনাদের গুণের ও স্নেহের কথা পারিয়া কত দুঃখই করিতেছে।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত আশুতোষ পাল—বোলপুর, ২৭।১০।১৯৩৮।—যিনি একবার আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়াছেন, তাঁহার কোমল পবিত্র

গঙ্গানায়ার করঙ্গ তীর্থজলের ঘট,
ব্রজধামের রজমাটি পুরীধামের পট,
আহ্নিকের পঞ্চপাত্র হরিনামের ঝুলি,
পবিত্র প্রাণের বস্তু রাখিয়াছি তুলি !
বসন ভূষণ আর্শি সিন্দূরের কোটো,
বিছানা বাসন বাক্স জীবন্তের ফোটো,
সকলি রেখেছি যত্নে ঘরে থরে থরে ;
আশা নাহি মিটে দেখি প্রহরে প্রহরে !
এই সব বস্তু মোরে হাসায় কাঁদায়,
এদের লইয়া সুখে দুঃখে দিন যায় !

* * *

তোমার রোগের সেবা শুশ্রূষার তরে,
নিৰ্ম্মিলাম যেই গৃহ অতি আশাভরে,

চরিত্রগুণে মুগ্ধ হইয়াছেন।……আমার মা ও আমার স্ত্রী আজ তাঁহার স্বর্গারোহণ শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমার মা আপনার ও আপনার স্ত্রীর কথা প্রায়ই বলেন। এমন সজ্জন তিনি খুব কম দেখিয়াছেন।

জনৈক বিদুষী মহিলা—কলিকাতা, ১৮।১১।১৩৪৪—লীলা দিদির মৃত্যু খবর শুনিয়া মনে বড়ই দুঃখ হইল। তিনি যে কত ভাল কত গুণের মানুষ ছিলেন তা কি বলিব ! শান্তিনিকেতনে থাকিতে যখন-তখন আমরা তাঁহার বাসায় গিয়া বাটা থেকে পান খাইতাম, বিছানায় শুয়ে উৎপাত করিতাম, আরও কত রকম জ্বালাতন করিতাম। তিনি

তেয়াগি সে-ঘর তুমি পলালে সত্বর,
এ-ঘরে হইল তব 'সমাধি-বাসর' !
ভোগসুখে ছিল কত সাধ আকিঞ্চন,
অকালে সকলে গেলে করিয়া বর্জ্জন !
প্রাণপণে পুত্রকন্যে করেছ পালন,
এদের ক'লে না কিছু অন্তিম বচন !
চিদানন্দ মাত্র পুত্র—কন্যা **স্নেহলতা,**
ইহাদের জন্য কত চিন্তা ও মমতা !
বলিতে "এদের রেখে যেন যেতে পারি,
এই দয়া কর মোরে হে ভবকাণ্ডারী !"

আমাদের সব আবদার হাসিমুখে সহ্য করিতেন। তিনি সত্যই আমাদিগকে বোনের মত ভালবাসিতেন। দিদির চেহারা যেমন সুন্দর মনও তেমনি পবিত্র ছিল। সেই পুণ্যবলে স্বামীকে রাখিয়া তিনি আগেই স্বর্গে গেলেন। তাঁহার হাসিভরা মুখ মধুমাখা কথা আর দেখাশুনা হবে না বলিয়া প্রাণে বড় ব্যথা পাইতেছি।

শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র দাস বি, এ—বোলপুর, ২১।৫।১৯৩৯।—ভারত মাতার ঘরে ঘরে এইরূপ হিন্দুরমণী থাকা অশেষ মঙ্গলকর।...তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনায় ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করি আর প্রার্থনা করি ভগবৎ কৃপায় আপনি শান্তিতে সুস্থদেহে বাকি জীবন যাপন করিতে সমর্থ হউন।

জীবনে কয়েকবার গুরুতর রোগাক্রান্ত হওয়ায় ইঁহার শরীর অত্যন্ত নির্জীব হইয়াছিল। শেষকালে হৃৎপিণ্ড এবং মস্তিষ্কের কঠিন পীড়ায়

সাধনা কামনা তব হয়েছে পূরণ,
বহু কৃপা করেছেন দেব-নারায়ণ !

*　　*　　*

উনিশে পৌষের রাত্রিশেষে আচম্বিতে,
বসিয়া পড়িলে তুমি ঘরে প্রবেশিতে।
শক্তিহত শয্যাগত হয়ে স্পন্দহীন,
অনাহারে অকাতরে কাটালে দু-দিন।

অনেক দিবস দারুণ যন্ত্রণাভোগ করিয়া, প্রায় ৫৮ বৎসর বয়সে, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ২১এ পৌষ রাত্রিশেষে, সন্ন্যাস রোগে ইঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

রজনী প্রভাত হইলে অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগণকে লইয়া প্রশান্ত অন্তরে ভগবদারাধনা এবং খোল-করতাল সহযোগে নিম্নলিখিত কীর্ত্তন করিয়া অনেক আত্মীয় আত্মীয়া শবানুযাত্রী সহ সমুচিত সমাদরে, জড়দেহ গঙ্গাতীরে উপনীত এবং ভস্মীভূত করা হইয়াছে।—

"জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে।
হোক্ তব ইচ্ছা পূর্ণ, সুখ দুঃখের ভিতরে।
বিচ্ছেদে মিলনে, জীবনে মরণে,
তোমার ইচ্ছার জয় হেরি নয়নে ;
কর নিত্য নব বেশে খেলা দাসের অন্তরে।
সম্পদে বিপদে, বিষাদে আনন্দে,
রোগে শোকে চিরদিন আছি ও-পদে ;
হাসি কাঁদি তোমার লীলা দেখে চিদানন্দ ভরে।
জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে॥"

ক্ষুধা তৃষ্ণা না-জানায়ে শেষ-কষ্টভোগ,
নিতান্ত প্রশান্ত হয়ে নির্ব্বাক নীরোগ,
ধ্যানী মৌনী তপস্বিনী সম মূর্ত্তি ধরি,
পশিলে অমর্ত্ত্য-ধামে মর্ত্ত্য পরিহরি !

* * *

মোদের সাধের গৃহ প্রেমনিকেতন,
নীরব নিথর শান্ত স্তিমিত এখন।
উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা-দুঃখ-সন্তাপবিহীন—
এ ভবনে আছি আমি হয়ে সঙ্গীহীন।
যে ক'দিন বাঁচি নিজে করি' কর্ম্মশ্রম,
সঙ্কল্প পালিতে দিব্য সংসার-আশ্রম (১)।

* * *

কালবশে স্থূলদেহ করি' বিসর্জ্জন,
যেথা গিয়াছেন মাতাপিতা প্রিয়জন ;

(১) সংসার শব্দের অর্থ যে স্থানের সমস্ত বস্তুই অস্থির ও নশ্বর। মদীয় মর্ম্মবাণীতে লিখিত হইয়াছে—

চিরস্থির কিছু নহে—সরিতেছে অবিরাম
সকলি হেথায়—তাই সার্থক সংসার নাম !

আর যে-স্থানে থাকিয়া আজীবন গুরুতর পরিশ্রম সহকারে প্রাণধারণ ও ধর্ম্মসাধন করা যায় তাহাকে আশ্রম বলে। অলস অকর্ম্মা ভোগাসক্ত ও পরপ্রার্থী ব্যক্তির দেবালয় হইলেও আশ্রম নহে। সংসার-আশ্রম দিব্য ধর্ম্মক্ষেত্র ; কিন্তু আলস্য বিলাস দ্বেষ ও স্বার্থ বর্জ্জন

তুমিও রয়েছ সেথা প্রেয়সি আমার !
রোগ-শোক-জরা-মরণের পরপার।
আছ সবে সূক্ষ্মদেহে মুক্তিপরায়ণ !
অভীষ্ট আনন্দ লোকে—পুণ্যনিকেতন।

* * *

অথর্ব্ব শরীর আর চ্যুত দন্ত রাখি,
গিয়াছ দ্যুলোকে হেথা বহু কষ্টে থাকি।
লুপ্ত এবে দুঃখ ক্লেশ দুষ্ট ব্যাধি আধি,
ওগো সধর্ম্মিণি ! থাক লভিয়া সমাধি(১)।

করিয়া সংসার করা বড়ই কঠিন। এজন্য অনেক ধর্ম্মাত্মা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সাধু সন্ন্যাসীরা স্বীয় ক্ষুদ্র সংসার বর্জ্জন করিয়া বিরাট বিশ্ব-সংসারকে আপন অন্তরে গ্রহণ করেন। সংসারীর পক্ষে এই উদার ভাবের অভাব বলিয়া গার্হস্থ্য-আশ্রম উত্তম হইয়াও অধম হয়।

(১) সমাধি দ্বিবিধ—আত্মিক ও দৈহিক। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগযুক্তভাবে অবস্থান আত্মিক সমাধি; আর শবদেহ বা দেহাস্থির মৃদাচ্ছাদন দৈহিক সমাধি। এস্থলে সমাধি শব্দটি উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। অন্তিম শয্যায় সহধর্ম্মিণীর সম্মুখের একটি উন্মুলিত দন্ত স্বতঃই স্খলিত হইয়া পড়ে। এই দন্তটি পঞ্চরত্ন সহ আদ্যশ্রাদ্ধে গৃহমধ্যে সমাধিস্থ এবং উল্লিখিত শেষ চারিছত্র লেখা মর্ম্মর প্রস্তরে খোদিত করাইয়া দন্ত-সমাধি গাত্রে জীবনান্তের চিত্র সহ সংস্থাপিত করা হইয়াছে।

জীবন-কাহিনী

ওগো হৃদ্বিহারী ভগবান্ !
গাব আজ সুরহীন তালহীন মরমের গান,
উদাস আবেগ ভরে আপনার মনে,
বসিয়া বিরলে নিজ রুদ্ধ গৃহকোণে ;
শুনাব আমার যত প্রাণের উচ্ছ্বাস,
অমান্য সামান্য এই জীবনের তুচ্ছ ইতিহাস।

* * *

শৈশব কৌমার যুবা কাল ক্রমে ক্রমে,
কাটিয়াছে দুঃখে সুখে সৌভাগ্য-বিক্রমে ;
এবে প্রৌঢ় জরা আবির্ভাব,
বিস্তার করেছে দেহে সময়ের প্রবল প্রভাব !
অলস অবশ ভগ্ন স্বাস্থ্যে নাহি বল,
কোন মতে করি চলাচল ;
নিস্তেজ চোখের দৃষ্টি, শ্রুতি স্মৃতি ক্ষীণ,
রোগে শোকে বয়সের আগেই প্রবীণ।
'অকালে' অনেকে বলে 'হইয়াছি বুড়ার অধম',
বাঁচিয়া রয়েছি এটা নিতান্তই নিয়তির ভ্রম !

* * *

বৃদ্ধের বয়স্য বন্ধু নাই,
বৈঠকের গান গল্প পরচর্চ্চা সকল বালাই—

দিয়াছে নিস্তার উপকার তরে মোরে ;
স্বাস্থ্যহীন সঙ্গহীন বেশ আছি হয়ে একঘরে।
মিছরির কুঁদোস্থিত কাটি-সূতা সম,
থাকে যবে মানুষের কাজের সম্ভ্রম,
অনেকেই ধ'রে প'ড়ে দিয়া প্রাধান্যের কর্ম্মভার,
নাম লয়ে করে স্বার্থসিদ্ধি কার্য্যোদ্ধার।
উদ্দেশ্য হইলে সিদ্ধ কেবা কা'কে চায় ?
এই দশা দৃষ্ট হয় ধৃষ্ট দুনিয়ায় !

* * *

একদিন ছিল যবে সামর্থ্য সঙ্গতি,
অনুরাগ আকর্ষণ অনেকের ছিল মোর প্রতি(১)।
বিদ্যালয় গ্রন্থালয় সাহিত্য-সেবায়,
দিয়াছি সামর্থ্য শক্তি স্বভাবে স্বেচ্ছায়।
দেশের দশের মাঝে সাধারণ কাজে,
শিক্ষা-বিষয়ক সভা—স্বজাতি-সমাজে,
শক্তি অর্থ শুভকর্ম্মে যথাসাধ্য করেছি প্রদান ;
বিবরণে ছাপা তার রয়েছে প্রমাণ।

---

(১) শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদের সভ্যবৃন্দ ১৩২৭ সাল হইতে ১৩৪০ সাল অবধি ক্রমান্বয়ে প্রায় এক যুগ করুণা করিয়া এই অযোগ্য আমাকে উক্ত পরিষদের সম্পাদক পদে নিযুক্ত রাখিয়া বিলক্ষণ সদাশয়তা ও উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন। এজন্য ধন্যবাদ দিতেছি।

এবে সভা সমিতির সভ্য-পদবিতে
পেয়েছি বিদায় আচম্বিতে অলক্ষিতে !

*　　*　　*

জীবন্ত সঙ্গীর সঙ্গে ঘটেছে বিয়োগ,
ঘুচিয়াছে বহু কর্ম্মভোগ !
ঊষা হ'তে সন্ধ্যা আর নিশা অন্তে ভোর,
নিভৃত চিন্তায় এবে হয়েছি বিভোর।
পূর্ণ করে মোর অতি দরিদ্র আগার,
গ্রন্থাকারে রয়েছেন কত সুধী জ্ঞানী গ্রন্থকার।
কত অশরীরী সাধু ঋষি মহাজন,
নীরবে আমার কানে কত উপাদেয় কথা ক'ন !
তাহাতে উপজে বড় আনন্দ কৌতুক,
অধ্যয়নে তাই প্রাণ সদা সমুৎসুক।
সজীবের কোলাহলে নাহি দৃক্‌পাত,
নির্জ্জীব সঙ্গীর সাথে সুখে কাটে সারা দিনরাত !

*　　*　　*

সুহৃদ্ সম্পর্কী যত সামাজিক লোক,
আত্মীয় বা আত্মজই হোক,
সবাই বিব্রত বড় নিজ অবস্থায়,
অব্যাহতি নাহি কারো—ব্যতিব্যস্ত সংসারের দায় !
তথাপি আত্মীয় জনে শক্তি অনুসারে,
যত্ন শ্রদ্ধা অন্নবস্ত্র পার্য্যমানে জোগায় আমারে।

কর্ম্মফল কেবা পারে খণ্ডিতে কাহার ?
বিধিলিপি অলঙ্ঘ্য ব্যাপার !
অদৃষ্ট-আবর্ত্তে প'ড়ে এ সংসারে সবাই অস্থির ;
বিশ্বের নিয়ম এই গতি প্রকৃতির।
সুসময় দুঃসময় সম্পদ বিপদ কিছু নয় !
সকল দশার ফল চরম মঙ্গল সুনিশ্চয়।
প্রথমে অজ্ঞান ভ্রূণে যিনি দেখালেন ধরাতল !
অন্তিমে তিনিই ধ্রুবগতি পতি সহায় সম্বল।
অক্ষম একাকী আসিয়াছি এই ভবে,
শক্তিহীন সংজ্ঞাহীন দেহ রেখে একা যেতে হবে !
সকলেরই পক্ষে এই সনাতন রীতি,
ব্যতিক্রম নাই—কারো নাহিক নিষ্কৃতি।

*　　*　　*

এককালে ছিল মোর যৌবন-উদ্যম,
করেছি প্রচুর কাজ বহু পরিশ্রম।
মাষ্টারি ঠিকাদারি ম্যানেজারি (১) কত,
করেছি সংসার-দায়ে উপস্থিত মত।

(১) শান্তিপুর-ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত "শান্তিপুর ওরিয়েণ্টাল একাডেমি" নামক উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের জন্মকাল ১৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে কয়েক বৎসর বিনা বেতনে ইহাতে শিক্ষকতা করিয়াছিলাম। তখন এই নূতন বিদ্যালয় সরকারি-শিক্ষা-বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই এবং ইহা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠান বলিয়া গ্রামবাসী অনেকেই ইহার

কত গ্রাম উপগ্রাম নগর প্রদেশে—
ঘুরাঘুরি করিয়াছি কর্ম্ম-ব্যপদেশে।
বিষম সাহসে দৃঢ়বদ্ধ করে বুক,
ঠেকেছি দস্যুর হাতে গিয়া দূর মগের মুলুক।

প্রতি বিষম বিরোধী ছিলেন। এই জন্য ছাত্রসংখ্যা এবং ছাত্রের বেতন অতি অল্প পাওয়া যাইত। এই দুর্য্যোগের অবস্থায় বিদ্যালয়কে রক্ষা করিবার নিমিত্ত শান্তিপুর-ব্রাহ্মসমাজের যে কয়েকজন প্রাণপণ করিয়া লাগিয়াছিলেন আমি তাঁহাদের দলভুক্ত বলিয়া—কেবল বিনা বেতনে শিক্ষকতা করা নহে—বেঞ্চ, বোর্ড, ম্যাপ প্রভৃতি দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে এবং মধ্যে মধ্যে অপর শিক্ষকদিগের বেতনের আংশিক অভাব পূরণের জন্য অল্পে অল্পে আমার অনেক টাকাও বিদ্যালয়কে দিতে হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের তৎকালীন সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ মৈত্র মহাশয় আমাকে এইরূপ প্রতিজ্ঞান দিয়াছিলেন যে এই বিদ্যালয়ের অবস্থা উন্নত এবং সম্পন্ন হইলে আমার টাকা প্রতিদান করিবেন। কালক্রমে বহু কষ্টে বিদ্যালয় শিক্ষা-বিভাগের অনুমোদিত হইল ; কিন্তু আর্থিক উন্নতির অভাবে আমার টাকা পাই নাই। অতঃপর ঘটনাচক্রে হরেন্দ্র বাবুর বিদ্যালয়-পরিচালন-ব্যবস্থার সহিত মতের অনৈক্য ঘটায় আমি বিদ্যালয় এবং আমার প্রদত্ত টাকার প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া রেলওয়ে কন্‌ট্র্যাক্টরের কাজে পূর্ণিয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ, কাটিহার এবং ব্রহ্মদেশের পেগু, সিটাঙ, থ্যাটন্ প্রভৃতি স্থানে গমন করি।

ব্রহ্মদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আমি কলিকাতার সঞ্জীবনী কার্য্যালয়ে ৫ বৎসর কার্য্য করি। এই সময়ে সদাশয় সুলেখক স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় “কান্তিক প্রেস” প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাকে

সঞ্জীবনী কার্য্যালয়—কান্তিক প্রেস,
কলিকাতার ছাপাখানায় বিশবর্ষ কেটে গেল বেশ ;
শান্তিনিকেতন মোর শেষ কর্ম্মস্থান,
স্বাস্থ্য শক্তি সমুদায় এখানেই হ'ল অবসান।

ইহার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন। কান্তিক প্রেসের কার্য্যের সুশৃঙ্খলা পারিপাট্য এবং তৎপরতা তৎকালের গ্রন্থকার-মণ্ডলীর শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের বহু গ্রন্থ প্রথম সংস্করণ হইতে আমার তত্ত্বাবধানে কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত হইতে লাগিল। এই কর্ম্ম-সূত্রে বিশ্ববিখ্যাত রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত হওয়ার এবং তাঁহার স্নেহানুগ্রহ লাভের সৌভাগ্য আমার ঘটিল। অতঃপর আমাকে বিশ্বভারতী প্রেসের অধ্যক্ষতা কার্য্যে নিযুক্ত করিতে শান্তিনিকেতন-সচিবের আগ্রহ হয়। তদনুসারে শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায়চৌধুরী মহাশয় আমাকে শান্তিনিকেতনে যাইবার জন্য কলিকাতায় পত্র লেখেন। শান্তিনিকেতনের কর্ত্তৃপক্ষের কোনও পত্রাদি পাই নাই বলিয়া আমি সুধাকান্ত বাবুর কথায় প্রথমে তথায় যাই নাই। পরে শান্তিনিকেতনের কর্ম্ম-সচিব মাননীয় শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ডাকযোগে আমাকে নিম্নের এই পত্র প্রেরণ করেন।—

ওঁ

শান্তিনিকেতন
১-৬-১৯২২।

সবিনয় নিবেদন।

আপনার কথা আমি সুধাকান্ত বাবুকে বলিয়াছিলাম। তদনুসারেই তিনি আপনাকে পত্র দিয়াছিলেন। আমরা আপনার অপেক্ষা করিতেছি

বিশেষ যতনে প্রাণমন দিয়া খাটি,
অগোছাল ছাপাখানা গড়িয়া দিয়াছি পরিপাটি।
লভেছি প্রশংসা-পত্র(১) জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তিদের ;
ধন চেয়ে ধর্ম্ম মোর বাঞ্ছনীয় কর্ম্মজীবনের।

খানে বিশেষই প্রয়োজন আছে। সুধাকান্ত বাবু শীঘ্র চলিয়া যাইতেছেন—অতএব আপনি যদি অবিলম্বে একবার আসিতে পারেন তবে বড় উপকার হয়। আশা করি কাল পশু'র মধ্যেই আসিবেন। ইতি—

বিনীত
শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পুঃ—আসিবার পূর্ব্বে টেলিগ্রাম করিবেন কোন ট্রেণে আসিতেছেন।

শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্র পাইয়া (পনের বৎসর কান্তিক প্রেসের অধ্যক্ষতা করার পর) আমি শান্তিনিকেতনে গমন করিয়া ১২ বৎসর বিশ্বভারতী প্রেসের অধ্যক্ষতা করিয়াছিলাম।

(১) This is to certify that I know Babu Kalachand Dalal who has been serving as the Manager of Visva-Bharati Press with perfect honesty and efficiency. He is industrious, reliable and has a long experience of all the works connected with a printing press.

Santiniketan
17 Feb. 28. } (*Sd.*) RABINDRANATH TAGORE.

অবশেষে নির্দ্ধারিত বয়সের দোষে,
পরাধীন ভৃতিবৃত্তি বিধিমতে (১)গেছে মোর খসে'।
বৃদ্ধ হ'লে কর্ম্মস্থলে নাহি থাকে স্থান,
কর্ম্মহীন স্থবিরের সহায় সম্বল ভগবান্!

* * *

I have very much pleasure in recommending Mr. Kalachand Dalal, who has been in Santiniketan as manager of our Printing Press for six years. He is a man of the highest character, in every way trustworthy and an earnest worker. It has been a privilege to me to know him as a friend and fellow-worker in this Institution. I wish him every success, if he has for any reason to seek work elsewhere.

Santiniketan
Feb. 1, 1928.

(*Sd.*) C. F. ANDREWS.

2-1, Townshend Road,
Bhawanipur, Calcutta,
April 26, 1928.

I have known Babu Kalachand Dalal for a good many years. He has great experience of the management of printing presses. He is honest, tactful, hard-working and dutiful.

(*Sd.*) RAMANANDA CHATTERJEE.

(১) শান্তিনিকেতন-সচিবের নিম্নলিখিত অনুজ্ঞা-পত্র অনুসারে আমি প্রেসের চাকরি হইতে মুক্তি পাই।—

কর্ম্ম গেলে বৃদ্ধকালে—আশা ছিল মনে,
করিব সুখেতে বাস শান্তিনিকেতনে।
এই ইচ্ছা ছিল মোর—বিধাতার নয়!
তাইত ঘটিল এর ফল বিপর্য্যয়!
'প্রেমকুঞ্জ' নামে গৃহ ভুবনডাঙ্গায়,
সদর পথের ধারে পল্লী সীমানায়,
করাইনু নিরমাণ বহু ব্যয়ে মনোমত করি
বাসের মানসে—যদি শীঘ্র নাহি মরি!
আমার হ'ল না—কিন্তু গৃহিণীর রোগ
ঘটাল আমার সব ভবিষ্যৎ সঙ্কল্পে দুর্য্যোগ!

VISVA BHARATI
Santiniketan,
4th February 1934.

Sjt. Kalachand Dalal
Santiniketan Press

Dear Sir,

In accordance with the Old Age Retirement Rules as adopted by the *Samsad* on the 17th November 1932, you were due to retire on the 10th September last and I regret to inform you that the rules will be given effect to from the 6th March 1934.

Yours faithfully,
(*Sd*) R. N. TAGORE.
Karma-Sachiva.

পত্নীর পীড়ার হেতু ভুবনডাঙ্গার বাস ছাড়ি,
আসিলাম মোরা শান্তিপূর্ণ শান্তিপুরে নিজ বাড়ী।
কোনরূপে কাটে দিন সুখ দুঃখ তুচ্ছ জ্ঞান করি,
সম্পদ্‌ বিপদ সব ভোগ করি ভগবানে স্মরি।
অবশেষে একদিন সংসার-সঙ্গিনী মোর জায়া,
চলি গেল পরলোকে ত্যজি তাঁর রোগজীর্ণ কায়া।
পৌষের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা শেষ রজনীতে,
শারীরিক রোগে কিংবা সাময়িক শীতে,
ঘরে প্রবেশিতে হ'ল অকস্মাৎ সংজ্ঞাশূন্য দেহ ;
সত্য কী-যে হ'ল তাঁর মুখে আর না-শুনিনু কেহ !

* * *

বনিতার লোকান্তরে মোর মোহবন্ধ গেল টুটি,
রোগসেবা শুশ্রূষার কাজে হ'ল ছুটি !
যুক্ত থেকে মুক্ত হ'য়ে আছি আমি বেশ,
আরাম সন্তোষ শান্তি অন্তরে অশেষ !
প্রেমচাঁদ পিতৃনামে প্রতিষ্ঠিত **প্রেমনিকেতন**,
শরীরের শক্তি আর হৃদয়ের ভক্তি দিয়া গড়া এ ভবন।
সুখশান্তিময় এ আলয় সুশোভন,
নিস্তব্ধ নির্জ্জন যেন সদ্য তপোবন !
নানা তরুলতা শোভে ফুল ফল ধরে,
মধুপ বিহগ গায় মৃদু মধু স্বরে।

বেজী কাঠবিড়াল পাখী অশঙ্ক অন্তরে,
ইহার ভিতরে সুখে চরে বাস করে।
শান্তি-সুখভোগের আশ্রয়,
নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ত ভাবে হেথা আমি করি কালক্ষয়।
স্বতন্ত্র স্বচ্ছন্দ ভাবে জীবন কাটাই,
অন্যের সহিত বড় যোগাযোগ নাই।

* * *

জীবন-ধারণ আর ধরম-সাধন,
ভগবচ্চিন্তা-ব্রত করিতে পালন,
নিত্যকৃত্য যাহা কিছু কর্ম্ম মোর হয় প্রয়োজন,
স্বীয় কায়মন দ্বারা করি সম্পাদন।
চিত্ত মোর চিরসঙ্গী—মন মন্ত্রী নিত্য,
ইচ্ছা শক্তি দুই দাসী—দেহ বাধ্য ভৃত্য ;
এদের সাহায্যে দিন রাত—
হয় মোর সব কাজ—নাহি ঘটে কোন উৎপাত !
বিনা অর্থে বিনা স্বার্থে করে এরা কাজ,
অতি প্রভুভক্ত সবে কিছুতেই হয় না নারাজ !
মোর সেবা যত্ন তরে আত্মপরে করেন আগ্রহ,
কিন্তু মোর প্রাণ নাহি চাহে হ'তে কারো গলগ্রহ !
যত দিন এই ভবে রহি,
নিজ জীবনের ভার নিজে যেন বহি ;

মোর লাগি কোনো জ্বালা যেন নাহি পায় কোনো জনে,
এ বাসনা এ কামনা করি সদা মনে সঙ্গোপনে।
এ ভিক্ষা জানাই বিধাতায়,
সুক্ষম শরীরে যেন মোর এ জীবন চলে যায়।
* * *
বিধাতার করুণার ধারা বুঝা ভার,
শাস্তির ভিতরে স্বস্তি করেন সঞ্চার!
যে সুখ সন্তোষ শান্তি লভিতেছি মনে,
'অন্যের হউক' ইহা অসঙ্কোচে বলিব কেমনে?
ভগবদ্ কৃপা বিনা—দুঃখ পরিতাপ—
অপরে বুঝিবে ইহা ঘোর মহাপাপ অভিশাপ!
দুঃখ নহে অভিশাপ—দৈব আশীর্ব্বাদ!
মোর ভাগ্যে বিধিদত্ত মহাকৃপা পরম প্রসাদ।
শিক্ষা-দীক্ষা-ধর্ম্ম-কর্ম্মহীন এ জীবন,
বিভু-কৃপাস্রোতে ভেসে চলেছে এখন—
অনন্ত অমৃত শান্ত **চিদানন্দ** সাগরের দিকে,
যাঁর গর্ভ পূর্ণ শান্তি-রতন-মাণিকে।
* * *
জীবন-কাহিনী মোর এই হ'ল শেষ;
যা থাকুক ভাগ্যে—হৃদে থেকো সদা মম হৃদয়েশ!
তোমার কৃপায় অনায়াসে অহর্নিশ,
চলিতেছে এ জীবন শিরে ধরি' মঙ্গল আশিস্!
ধন্য ধন্য পরমেশ—জয় জগদীশ!